CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-303 ■ 12 August, 2025 ■ আগরতলা ১২ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে পথে নেমে প্রতিবাদ, আটক রাহুল সহ বিরোধী শীর্ষ নেতৃত্ব

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট ।। সোমবার সকালে দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করল কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা-সহ বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' ব্লকের একাধিক শীর্ষ নেতা। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে পথে নেমে প্রতিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটে।

এদিন, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সরব হয়ে তারা পদযাত্রার ডাক দেন সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর পর্যন্তযার দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। কিন্তু পুলিশের ব্যারিকেড ও ঘেরাও কৌশলে পদযাত্রা আটকে দেওয়া হয়, এবং শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা-সহ একাধিক শীর্ষ নেতাকে দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করে।

সকাল থেকেই সংসদ ভবনের বাইরে দৃশ্য ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। হাতে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী)-র পতাকা ও প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগানবিরোধী শিবিরের নেতা ও কর্মীরা রাস্তায় বসে পড়েন। রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব, সঞ্জয় রাউতদেরও অবস্থান নিতে দেখা যায়। পুলিশ বহুস্তরীয় ব্যারিকেড তৈরি করে এবং ব্যাপক সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে বিক্ষোভকারীদের ঘিরে ফেলে। ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা হলে কয়েক জায়গায় ধস্তাধস্তিও হয়।

বিরোধীদের দাবি, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে ভোটার তালিকা কারচুপি করে নির্বাচনী ফলাফল প্রভাবিত করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে গত বছরের বিধানসভা নির্বাচনে এই ধরনের অনিয়মের অভিযোগ তারা তুলেছিলেন। বিরোধীদের বক্তব্য, মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে রাজ্যের ভোটার তালিকায় অস্বাভাবিক হারে নতুন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছেযা বিজেপির জন্য সুবিধাজনক বলে অভিযোগ। একই ধরনের অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে কর্ণাটক লোকসভা ভোটের ক্ষেত্রেও।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সাংসদের নতুন আবাসনের পরিদর্শনে গিয়ে

দেশবাসীকে পরিচ্ছন্নতা ও একতা বজায় রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট ।। নতুন সংসদ ভবনের আবাসন কমপ্লেক্স পরিদর্শনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে পরিচ্ছন্নতা ও একতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সুন্দর হবে। আপনারা আপনাদের অঞ্চলের মানুষকেও আমন্ত্রণ জানাতে পারেন এবং তাঁদের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে বলতে পারেন। আপনারা একে অপরের নিজ নিজ রাজ্যের ভাষা শেখার চেষ্টা করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, এই ভবন যেন শুধুমাত্র সাংসদদের আবাসস্থল না হয়ে, পরিচ্ছন্নতা ও স্থায়িত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর কথায়, কেবলমাত্র সাংসদের বাসভবন নয়, এই কমপ্লেক্সটি সর্বদা পরিষ্কার থাকলে খুব ভালো হবে। প্রধানমন্ত্রী সকল সাংসদদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি আশা করি আমরা সকলে একটি দল হিসেবে কাজ করবো। আমাদের প্রচেষ্টা দেশের জন্য রোলমডেল হয়ে উঠবে। তিনি মন্ত্রক এবং আবাসন কমিটিকে বছরে ২-৩ বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতা আয়োজন করার প্রস্তাবও দেন।

নবনির্মিত ফ্ল্যাট ঘুরে দেখে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও ভাগ করে নেন তিনি। আমি যখন এই নবনির্মিত ফ্ল্যাট দেখতে গেলাম, ভিতরে ঢুকে আমার প্রথম মন্তব্য ছিল, 'এটুকুই কি মাত্র'? তাঁরা আমায় বললেন, 'না স্যার, এ তো মাত্র শুরু। আপনি ভিতরে চলুন'। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঘরগুলি বেশ বড়, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন এই বাসস্থান সাংসদদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ হবে। বক্তব্যের শেষে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পথে হাঁটছে ত্রিপুরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। বহু চর্চিত ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পথে হাঁটছে ত্রিপুরাও। সম্প্রতি রাজ্যেও এই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন হতে পারে, এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে।

সোমবার, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে ২০০৫ সালের ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাকে ঘিরে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

এ বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এডিশনাল সিইও ঊষা জেন মগের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, ত্রিপুরাতেও ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) হতে পারে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়নি। তবে ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে ২০০৫ সালের ভোটার তালিকা পুনরায় পোর্টালে প্রকাশিত করার জন্য। সেই জন্যই নতুন করে এই ভোটার তালিকা পোর্টালে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ত্রিপুরায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর)-র বিষয়টিকে অস্বীকার করেননি তিনি। তাঁর কথায়, আশা করা হচ্ছে ভারতের নির্বাচন কমিশন ত্রিপুরায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নির্দেশ জারি করতে পারেন। তবে এখনো নির্বাচন কমিশন কোন নির্দেশ জারি করেনি। তবে সেই সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি ২০০৫ সালের ভোটার তালিকা প্রকাশ করা।

ইতিমধ্যেই, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর)কে কেন্দ্র করে গোটা দেশব্যাপী রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। লোকসভার ভেতরে ও বাইরে এই এসআইআর - কে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষ লক্ষ্য করা গেছে ইতিমধ্যেই। ভারতের নির্বাচন কমিশনের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। তাদের দাবি, নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করেই অবিজেপি রাজ্যগুলিতে ভোটে জেতার জন্য এই এসআইআর - এর সাহায্য নিচ্ছে বিজেপি। এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়ছে। কিন্তু অপরদিকে অনুপ্রবেশকারী বা অবৈধ ভোটারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লোকসভায় পাশ সংশোধিত আয়কর বিল ২০২৫

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট ।। লোকসভায় সোমবার বিনা আলোচনায় এবং বিরোধীদের তীব্র শোরগোলের মধ্যেই পাস হল সংশোধিত আয়কর (নং ২) বিল ২০২৫। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের ১৬তম দিনে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলি যখন ধারাবাহিক স্লোগান দিচ্ছিল, তখনই কেন্দ্র এই গুরুত্বপূর্ণ বিলটি পাশ করিয়ে নেয়। সরকারের দাবি, ১৯৬১ সালের আয়কর আইনকে সহজতর, সুনির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যেই এই নতুন বিল আনা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে কর কর্মকর্তাদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে, যা নিয়ে সংসদীয় কমিটি ও বিরোধীদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। নতুন বিধান অনুসারে, তল্লাশি ও জব্দ অভিযানে করদাতার ব্যক্তিগত ইমেল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, এমনকি কম্পিউটার বা মোবাইলের অ্যাক্সেস কোড চাওয়া যাবে। করদাতা সেই কোড দিতে অস্বীকার করলে অনুমোদিত কর কর্মকর্তা "অ্যাক্সেস কোড অতিক্রম করে" সরাসরি সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারবেন। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ডিজিটাল ডেটায় সরাসরি হস্তক্ষেপের আইনি সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

এই সংশোধিত বিলের খসড়া ফেব্রুয়ারিতে লোকসভায় প্রথম পেশ হয়েছিল এবং তা বাইজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বাধীন সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়। কমিটি ২১ জুলাই তাদের সুপারিশ জমা দেয়। পরে ৮ আগস্ট সরকার পুরনো বিল প্রত্যাহার করে নিয়ে আসে সংশোধিত সংস্করণ, যা সোমবার লোকসভায় পাশ হয়। নতুন আয়কর বিলের কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছেশব্দসংখ্যা ৫.১২ লক্ষ থেকে কমিয়ে প্রায় ২.৫৯ লক্ষে নামানো, অধ্যায়ের সংখ্যা ৪৭ থেকে কমিয়ে ২৩ করা, ধারার সংখ্যা ৮১৯ থেকে কমিয়ে ৫৩৬ করা। অপরদিকে তথ্যের স্বচ্ছতা বাড়াতে টেবিলের সংখ্যা ১৮ থেকে বাড়িয়ে ৫৭ এবং সূত্রের সংখ্যা ৬ থেকে বাড়িয়ে ৪৬ করা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দাদুর লালসার শিকার নাতনি, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। সৎ দাদুর যৌন লালসার শিকার এক নাবালিকা। ঘটনা জিরানিয়া থানার অন্তর্গত সিনাইকামী এলাকায়। ধর্ষণের শিকার হওয়া নাবালিকার বাড়ি তেলিয়ামুড়া মহকুমায়। মামলা দায়ের জিরানিয়া থানায়। অভিযুক্ত সৎ দাদুকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করল পুলিশ। তেলিয়ামুড়ার হাওয়ারবাড়ি এলাকায় এক নাবালিকা নিজ বাড়ি থেকে চম্পকনগরের সাধুপাড়া এলাকায় মামার বাড়িতে ঘুরতে যায়। সেখান থেকে ৯ আগস্ট নাবালিকা জিরানিয়া থানার অন্তর্গত সিনাইকামী এলাকায় তাঁর মায়ের সৎ বাবা অর্থাৎ সৎ দাদুর বাড়িতে ঘুরতে যায়। ৯ আগস্ট সৎ দাদুর বাড়িতে নাবালিকা সৎ দাদু দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। ১০ আগস্ট নাবালিকা বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা থাকলেও সে বাড়িতে ফিরে যায় নি। অভিযোগ ১০ আগস্ট সকালে সৎ দাদু নাবালিকাকে জোর পূর্বক ফের ধর্ষণ করে। এতে নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পরে। পরবর্তী সময় ১০ আগস্ট সন্ধ্যায় নাবালিকার সৎ দাদুর বাড়িতে যায় লেফুঙ্গা এলাকার শম্ভু দেববর্মা সহ তাঁর পরিবারের লোকজন। তারা ঐ বাড়িতে গিয়ে নাবালিকাকে অসুস্থ দেখতে পেয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে চম্পকনগর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে যারা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। তিনি আরও বলেছেন, হর ঘর তিরঙ্গা কার্যক্রম রাজ্যে সফল হয়েছে। বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় হর ঘর তিরঙ্গা কার্যক্রমের জন্য বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা সবাই জানেন এই হর ঘর তিরঙ্গা কার্যক্রম এবার তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের কাছে আহ্বান রাখার পর আমরা এই কার্যক্রম করে চলেছি। আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের গর্ব। যারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন তাদের সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে আমরা এই কার্যক্রম করছি। এই কারণে হর ঘর তিরঙ্গা কার্যক্রম উদযাপন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাও এই কার্যক্রম উদযাপন করছে। আজ আমি এখানে আমার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় এসেছি। গতকালও আমি অন্য

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অধ্যক্ষের মস্তিস্কে ফের রক্তক্ষরণ স্থানান্তর ব্যাঙ্গালুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্গালুরুর হেব্বাল এস্টার সি এম আই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক মেডিকেল বুলেটিনে জানায়, গত ৮ আগষ্ট বিশ্ববন্ধু সেন আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনে ভ্রমণের সময় শৌচালয়ে গিয়ে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপরই ৭০ বছর বয়সী শ্রীসেনকে প্রথমে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই তাঁর স্ক্যান রিপোর্টে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের বিষয়টি ধরা পড়ে। এদিন রাতেই আইএলএস হাসপাতালে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টিএমসি হাসপাতাল থেকে আইএলএসে ভর্তি করানোর পর চিকিৎসক দল অল্প সময়ের মধ্যে জরুরি মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। যাতে মস্তিষ্কের উপর জমে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রেলওয়ে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন, শীঘ্রই হস্তান্তর ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরা বিদ্যুৎ দপ্তর রাজ্যজুড়ে ৪৫টি বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি, আসন্ন দুর্গাপূজার আগেই সমস্ত বকেয়া সাব-স্টেশন কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যের রেলওয়ে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই তা রেলওয়ে বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আজ নর্থ-ইস্ট পাওয়ার সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৩৩ কেভি দুর্গা চৌমুহানী সাব-স্টেশন উদ্বোধনের পর তিনি এই কথা বলেন। এই প্রকল্পে মোট ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যার ফলে প্রায় ১০,৯৪৫ জন ভোক্তা উপকৃত হবেন। রতন লাল নাথ বলেন গ্যাসের পরিমাণ সীমিত এবং একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি সবসময় থাকবে। তাই আমরা সৌরশক্তির ওপর নির্ভর করছি, যাতে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রাজস্ব আয় করা যায়। আমাদের সরকার আসার পর থেকে বিনামূল্যে রেশন, পানীয় জল ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকারের স্লোগান সবকা সাথ, সবকা বিকাশ।

মন্ত্রী আরও জানান, অনুমতি ছাড়া বেশি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে লোড বেড়ে যায়, যা ট্রান্সফরমারের ক্ষতি এবং বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে। এই ধরনের সমস্যায় জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন হুক লাইন সনাক্ত ও বিদ্যুৎ সংযোগ মেরামতে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ না করেই কাজ করা যায়। প্রকৃত ভোক্তাদের জন্য স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে, যাতে লোড ক্যাপাসিটি জানা যায় এবং বিদ্যুৎ চলে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টি এস ই সি এল-এ মেরামতের বার্তা পৌঁছায়। এখন পর্যন্ত ৯৬ হাজার গ্রাহক

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রতারকের খপ্পরে শিক্ষক খোয়ালেন ৫৬ হাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ব্যক্তিগত নথি অনলাইনে দেওয়ার পর এবার প্রতারনার শিকার হলেন এক শিক্ষক। দুই দফায় মোট ছাপান্ন হাজার একশ ছিয়াত্তর হাজার টাকা খোয়ালেন ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে এই শিক্ষক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিলোনিয়া বিকেআই ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক দীপ্তি মল্ল গত পাঁচই আগষ্ট ৩৫ বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ২১ নং বুথের বিএলও হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু এখনো মোবাইলে বিএলও লিঙ্ক হয়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সাত বছরে বিজেপি রাজ্যের জনগনকে কোনঠাসা করে রেখেছে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। আজ পোয়াংবাড়িতে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের ১৩তম টাক্কা তুলসী অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের বাইরের কাজের সূচনা হয়। পার্টির পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

সম্মেলনের সমাপ্তি উপলক্ষে পোয়াংবাড়ি বাজারে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য জীতেন্দ্র চৌধুরী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের ন্যায্য দাবি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে পার্টির অবস্থান তুলে ধরেন এবং জনসংযোগ বাড়িয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। এদিন তিনি আরও বলেন, গত সাত বছরে বিজেপি সরকার জনগনকে কোণঠাসা করে রেখেছে। এমনকি, জনগণের অসুখ হলেও প্রকাশ করতে পারেননা। জনগণের অনেক কিছু ইচ্ছে থাকলেও প্রকাশ করার কোনো সুয়োগ নেই।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১২ আগস্ট, ২০২৫ ইং
২৬ শ্রাবণ,মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মুক্তিযুদ্ধে’র ডাক শেখ হাসিনার !

বাংলাদেশের বর্তমান ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার ঘরে বাইরে চাপের মুখে পড়িয়াছে। বাংলাদেশে নির্বাচন সংগঠিত করিবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউনুস সরকারের পক্ষে বিপরীত হইয়া পড়িতে পারে। কারণ বাংলাদেশের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বেআইনি আখ্যায়িত করিয়া দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিবার কৌশল গ্রহণ করিয়াছেন। ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ‘ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দিয়া এটিকে উৎখাত করিবার জন্য গণ আন্দোলনের ডাক দিয়াছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামি লীগের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এই আহ্বান জানান এবং ‘সোনার বাংলা’ ফিরাইয়ায়ে আনিবার লক্ষ্যে ২১ দফা দাবি পেশ করিয়াছেন। এতে ইউনুস সরকারকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলেও অভিহিত করা হইয়াছে।

শেখ হাসিনার প্রধান দাবি হইল, নির্বাচিত সরকারকে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা থেকে সরাইয়া দেওয়ায় ইউনুস সরকারের অপসারণ এবং দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনি অভিযোগ করেন যে, ইউনুস সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায় অবজ্ঞা করিয়া ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাইতেছে । এর তদন্ত ও বিচার হওয়া উচিত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁহার বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তিনি।হাসিনার দাবি, ইউনুস সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর থেকে আওয়ামী লীগের বহু নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের অনৈতিকভাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি এসব অভিযোগ প্রত্যাহারের পাশাপাশি, ভিন্নমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিলুপ্তি দাবি করেন। রাজনৈতিক অধিকার ফিরাইয়া দিয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথাও বলা হইয়াছে এই বার্তায়।এছাড়াও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, মন্দির ভাঙচুর এবং আওয়ামী লীগ সদস্যদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করিয়াছেন। তিনি আরও জানান, দেশের জাতীয় প্রতীক, যেমন-বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভগুলো রক্ষা করিতে হইবে। একই সঙ্গে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, আটক সাংবাদিকদের মুক্তি দেওয়া এবং নারী ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার দাবিও জানাইয়াছেন তিনি।তাঁহার এই বার্তায় শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভাঙিয়া পড়িবার অভিযোগ তুলিয়াছেন। তিনি জানান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি এবং সিন্ডিকেট রাজের কারণে সাধারণ মানুষ অর্থসংকটে ভুগিতেছে। তিনি দ্রব্যমূল্য কমানো, শিল্প-কারখানা পুনরায় চালু করা এবং বিনিয়োগে পতন মোকাবিলার দাবি জানাইয়াছেন। এছাড়াও, সেন্ট মার্টিন্স আইল্যান্ড, চট্টগ্রাম পোর্ট এবং মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হইয়াছেন।শেখ হাসিনা তাহার এই ২১ দফা দাবির মাধ্যমে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি দাবি করিয়াছেন, ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে এই লড়াই ‘সোনার বাংলা’ ফিরাইয়ায়ে আনিবার জন্য আরও একটি ‘মুক্তিযুদ্ধ’। শেখ হাসিনার এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের ইউনুস সরকার বিরোধীদের উজ্জীবিত করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউনুস সরকারের পতন চাইছেন বহু মানুষ। তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে শুরু করিয়াছেন। শেখ হাসিনার এই পদক্ষেপ তাহাতে শক্তি জুগাইবে। এই শক্তি বিস্ফোরিত হইলেই বাংলাদেশের নতুন মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন সফল হইবে।

পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল মেনে নেবে না ভারত, পাক সেনাপ্রধান মুনিরের হুমকির জবাব দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল সৈয়দ আসিম মুনিরের সাম্প্রতিক পারমাণবিক হুমকির কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। মন্ত্রক বলেছে, পাকিস্তানের মতো একটি রাষ্ট্র, যেখানে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সরাসরি জড়িত, সেখানে পারমাণবিক কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহই এই ধরনের বক্তব্যে আরও দৃঢ় হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, একটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক। পাকিস্তানের এই পারমাণবিক দম্ভ পুরনো কৌশল, যার মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক চাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়।

জেনারেল মুনির সম্প্রতি ফ্লোরিডায় প্রবাসী পাকিস্তানিদের সঙ্গে এক সভায় বলেন, ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে সংঘাত হলে পাকিস্তান তার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে ভারত ও ‘বিশ্বের অর্ধেক’ ধ্বংস করতে পারে। এছাড়াও তিনি দাবি করেন, ভারত যদি আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে, তাহলে পাকিস্তান সেগুলো ধ্বংস করতে তার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে।

ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া, ভারত ইতিমধ্যেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে, আমরা কোনোভাবেই পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইলের কাছে নত হবো না। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ আমরা নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তাতে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মুনিরের মন্তব্য পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের ‘পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল’ কৌশলেরই একটি উদাহরণ। এতে প্রমাণ মেলে, কেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানকে একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন পারমাণবিক রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করে।

এদিকে, ভারতীয় গোয়েন্দাদের দাবি, মুনিরের সাম্প্রতিক বক্তব্যের পর যে কোনো সময়ে আবারও পাকিস্তানপন্থী সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটতে পারে। মুনির এর আগে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের “জাগুলার ভেইন” বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং ধর্মীয় মেরুকরণমূলক মন্তব্য করেছিলেন, যা দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে আরও বলেছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিজেই মূল্যায়ন করুক, এ ধরনের দায়িত্বহীন মন্তব্য কেমন বিপদ ডেকে আনতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ‘গুরুদেব’ হতে চাননি, বাঙালিই তাঁকে গুরুপদে বসিয়ে আড়াল করেছে !

রূপচাদ মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুচর্চিত দুটি নাম- বিশেষণ ‘বিশ্বকবি’ ও ‘গুরুদেব’। এছাড়া ‘কবিগুরু’ বিশেষণটিরও ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রথম দু’টির প্রচলন করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। অপরটি কে করেছিলেন, জানা যায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথকে ‘কবিগুরু’ বলে সম্বোধন করেছেন। তবে ‘গুরুদেব’ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক আজ সমান সচল।এই বিতর্কিত বিশেষণটি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই দানা বেঁধেছিল। তাঁকেও সেজন্য আসরে নামতে হয়েছিল। কিন্তু কেন? আসলে এদেশের গুরুবাদীসমাজে ‘গুরুদেব’ বিশেষণটি অত্যন্ত সহজেই মেলে। আমরা কারও উৎকর্ষের পরিচয় পেলেই তা রসিকতার ছলেই হোক আর মনের শ্রদ্ধা থেকেই হোক তাকে গুরু বলে থাকি। আর দেবত্বে উন্নীতি করা তো বাঙালির স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে। সেক্ষেত্রে গুরুকে দেবতা ভাবা তো অত্যন্ত সহজবোধ্য বিষয়। এই বাঙালি জাতির পক্ষে স্বর্গের দেবতাকে মর্তের ধুলিকণায় সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়ে আনতে যেমন স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তেমনই মর্তের রক্তমাংসের অ-সাধারণ মানুষকে দেবতার আসনে সমাসীন করতে স্বভাববিরুদ্ধ মনে হয়নি। ফলে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছে কেষ্ট বা কানাই, চৈতন্য, হয়েছে মহাপ্রভু। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলায় বা ভাবায় কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু আপত্তি রয়েছে অনেকের । সেই আপত্তি যতটা না যুক্তিসিদ্ধ, তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিনিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে ১৩০৮-এর ৭ পৌষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে পাঁচজন ছাত্র নিয়ে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামে একটি বিদ্যালয় খোলেন। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমই ক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সেই আশ্রমিক পরিচিতি অনেকদিন পর্যন্ত সক্রিয় না থাকলেও ‘আশ্রম’ শব্দটি স্থায়ী হয়েছিল অনেকদিন। রবীন্দ্রনাথের ঋষিসুলভ আশ্রমিক জীবনে ও পরে বিশ্বভারতির আচার্যের আসনে ‘গুরুদেব’ নাম বিশষণটি সহজেই পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু তাঁর এই ‘গুরুদেব’ অভিধা নিয়ে অনেকেই বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। সেই বিতর্কের মূলে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। এক, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে গুরুদেব হয়ে উঠেছেন। দুই, তিনি গুরুদেব পরিচিতি স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন। তিন, তাঁর গুরুদেব প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিশীল জগৎকে উপলব্ধি করার লক্ষ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। চার, তাঁর গুরুদেব চরিত্রপ্রকৃতি তাঁর মানুষিক সত্তাকে বিপন্ন করে অ-মানুষিক রূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এখন দেখা যাক, বিতর্কের মূলগুলি কত গভীরে ছড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর মাধ্যমে গুরুদেবে সমাসীন হয়েছেন ঠিকই,

তবে গুরুদেব হওয়ার জন্য তা প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁর স্বপ্নের আশ্রম ছাত্র ও অভিভাবকের অর্থ সম্বন্ধে অচিরেই আশ্রমিক পরিচিতি হারানোয় তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর গুরুদেব হওয়া বা না হওয়ার কোনো যোগ ছিল না। অথচ তাঁর জীবিতকালেই বিশ্বভারতী নিয়ে কত গুনাই না তাঁকে শুনতে হয়েছে। তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধায় শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর ‘কবি-জয়ন্তী’ প্রবন্ধে অকপটে জানিয়েছেন ‘বিশ্বভারতী মৌলিক শিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবনাগার নয়, কোনো নতুন নতুন সিক্ষা প্রণালীর পীঠস্থানও নয়, সঙ্ঘ -হিসাবেও এর যা সার্থকতা তা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিরাট এক অপকর্ম্ম। একটি নাকেও (‘তোতলামি সারানোর ইস্কুল’) শিবরাম বিশ্বভারতীর সঙ্গে নিস্বভারতী মিলিয়ে উপহাস করেছে। পরে অবশ্য শিবরাম তাঁর বক্তব্য থেকে সরে আসনে। ১৩৫৯-এ ‘মস্কো’ বনাম পণ্ডিচেরি’র ভূমিকায় জানিয়েছেন ‘বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথের অপকর্ম্ম বলে এখন আমি মনে করিনে। মনে করি, এটা তাঁর অপত্যকর্ম্ম। ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় তা হল কল্লোল যুগ থেকে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথই নয়, তাঁর বিশ্বভারতীও রবীন্দ্রবিরোধিতার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তবে একথাও সত্য রবীন্দ্রনাথেরক গুরুদেব প্রতিকৃতি অনেকটাই বিশ্বভারতী জিইয়ে চলেছে। তাতে বাঙালির লোকসানের পাশাপাশি কিছুটা হলেও লাভ হয়েছে। সেকথায় পরে আসছি। রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় গুরুদেব হয়েছেন, একছা ঠিক নয়। তিনি মনেপ্রাণে আধুনিক ধর্মীয় গুরুবাদের বিরোধিতা করতেন। কিন্তু মার্কসীয় তাত্ত্বিকবোদ্ধা সুশোভন সরকার থেকে জনপ্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব অভিধাটি স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে কবি কখনওই নিষেধ করতেন না—এই ব্যাপারটির মধ্যে স্বেচ্ছায় গুরুদেব হওয়ার বিষয়টি কেউ কেউ বলে থাকেন। আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন ‘রবীন্দ্রনাথ নিজেই গুরুদেব হতে চেয়েছিলেন? অন্তত এই সম্বোধনের তাঁর আপত্তি ছিল না’। (রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার’, ‘দেশ’ ৪ মে ২০০৪)। কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার নিষেধ না করা, কিংবা, গুরুদেব সম্বোধনে নীরব থাকার মধ্যে দিয়েই অনুসিদ্ধান্ত করা যায় না রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় গুরুদেব হতে চেয়েছিলেন। তাঁর ঋষিসুলভ জীবনযাত্রা এবং বৈচিত্রময় সৃজনপ্রতিভা ও সেই সঙ্গে ভাবগম্ভীর চেহারাই তাঁকে গুরুদেবে সমাসীন করেছে। আরও একটি বিষয়, রবীন্দ্রনাথ কারও বিশ্বাসে সরাসরি আঘাত করা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি গুরুর গুরুত্বে, দেবের দেবত্বে মোহাচ্ছন্ন থাকলে তাঁর সৃজনবিশ্বের ব্যাপ্তি ব্যাপকতা লাভ করত না, নিজেকে নানাকর্মে সামিল করতে পারতেন না। ধর্মীয় গুরুদেব ভাবনা তাঁকে পেয়ে বসেনি বলেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৃষ্টিকর্মে সক্রিয় ছিলেন, স্বাভাবিকভাবে চলে ফিরেছে। সেজন্য তাঁর জীবননীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন ‘তবে রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব নামের মধ্যে সম্ভ্রমের ভাব থাকলেও সঙ্কার ভাব তো ছিলই না-কোনো দূরত্বের বোধও জাগাত না। আমরা তাঁকে সহজ মানুষভাবেই দেখতাম আর তিনিও কোনোদিন তাঁর ‘গুরুত্ব’ ও ‘দেবত্ব’ আমাদের উপর চাপাবার চেষ্টা মাত্র করেন নি’।

ক্রান্তদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গুরুদেব পরিচিতি নিয়ে বিতর্ক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই বিতর্কী যে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে জনমানসে বিরূপ ধারণার জন্ম দিতে পারে, সেজন্য তিনি নিজে থেকেই সরব হয়ে উঠেছিলেন। শান্তিনিকেতনে কবি তাঁর সত্তরতম জন্মোৎসবের (১৯৩১) ভাষণে জানালেন ‘একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি করি মাৎর, আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই.. আমি বিচিত্রের দূত’। শুধু ভাষণেই নয়, রবীন্দ্রনাথ তার আগের দিনে রচিত কবিতায় সে-কথাই প্রতিধ্বনিত করে বলেছেন শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই, আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই। আমি কবি, আছি ঘাটায়’। (‘পান্থ’, ‘পরিশেষ’) ফলে রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় গুরুদেব হতে চাননি, কিন্তু তাঁকে গুরুদেবের আসনে বসানো হয়েছে। ফলে যাঁরা তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন এবং শান্তিনিকেতনে প্রতিপালিত হয়েছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই নন, তার বাইরেও অগণিত মানুষের ভক্তির পরাকাষ্ঠায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সজীব ছিলেন, এখনও আছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুধা বিস্তৃত সৃষ্টিকর্ম ও চারিত্রিক বৈগুণ্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ শিক্ষিতসমাজ শিক্ষাগুরুর আসনে বসিয়ে গুরুদেব বলে চলেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মৌনসম্মতি খোঁজা ঠিক নয়।

তাঁর গুরুদেব প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিশীল জগৎকে উপলব্ধি করায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে—একথা শুধু সত্যি নয়, চরম সত্য। গুরুদেবীয় অবয়বে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ণ কখনও সম্ভব নয়। প্রথম থেকেই গুরুপদে বসিয়ে শ্রদ্ধা। জানানো যায়, মূল্যায়ণ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়নে কতকগুলি বিষয় আপনাতেই এসে যায়। এক, তাঁর গুরুদেব চরিত্রপ্রকৃতিতে যাঁরা আস্থাশীল, তাঁদের লেখনীতে রবীন্দ্রনাথের মহানত্ব অত্যন্ত বেশিমাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই মহানতার কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যুক্তিসিদ্ধ হয়ে ওঠে না। বেশিরভাগটাই অন্ধ ভক্তিই হোক আর অতি শ্রদ্ধাতেই হোক বিশ্লেষণের আঁচড় শেষ পর্যন্ত সেই মহানতার ঘুরেফিরে আবর্তিত হয়।দুই, যাঁরা কবির গুরুদেব অভিধার বিরোধী বা মানেন না, তাঁদের লেখাতে অস্বীকারজনিত নেতিবাচক মূল্যায়ন যেমন উঠে আসে, তেমনই কোনো কোনো বিষয়ের অতি ইতিবাচক মূল্যায়ন দেখা যায় এই ইতিবাচকের বীজ। অর্থাৎ খারাপ বলার জন্যই ভালো বলা। এক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দেয়। আমরা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশকে এতটাই উচ্চে সবসময় তুলে ধরি যে, কোনও সময়েই তার নাগাল পাই না। এর কারণ আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় মান্যতার পরাকাষ্ঠায় তাঁর কোনরকম বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে পারি না। এটা একধরনের অসুস্থতার জন্ম দেয়। যে ভালো খেলবে সেই খেলার ভালো সমালোচক হবে , বা যে খারাপ খেলে সে খেলার ভালো সমালোচক হতে পারে না, একথা ঠিক নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে তাঁর মতো সৃষ্টিকর্মের প্রতিভা থাকতে হবে, কিংবা অধিকারী হতে হবে, এ ধারণা যথার্থ নয়। পৃথিবীতে প্রতিভাশালীদের কারও সঙ্গে অপর কারও সমমাত্রিক তুলনা চলে না। অথচ সবার মূল্যায়নই হয়ে থাকে। আরও একটি বিষয়, কোও স্রষ্টারই সব সৃষ্টি সম্মানের হয় না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা সত্য। অথচ সেই সত্যকে মূল্যায়নে তুলে ধরার জন্য তাঁর গুরুদেবীয় ভাবমূতি কখনও সহায়ক হয়ে ওঠে না। আসলে রবীন্দ্রনাথকে যে দূরত্ব থেকে দেখলে তাঁর স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেই দূরত্বটাতেই আমরা আজও পৌঁছাতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব বিশেষণের ফলে শেষ যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল তাঁর গুরুদেব চরিত্রপ্রকৃতিতে অমানুষিক প্রতিমা গড়ে উঠেছে। বিষয়টির আলোচনারও প্রয়োজন নেই। এটা ২৫ বৈশাখ এবং ২২ শ্রাবণে রবীন্দ্রপূজার ঘটা দেখলেই বোঝা যায়। গুরুপদে ভক্তিমতি বাঙালি তাই রবীন্দ্রমূর্তিতে প্রণাম জানিয়ে স্বধর্ম পালন করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় আদর্শে দেবতাকে প্রিয় কিংবা প্রিয়কে দেবতার আসনে বসানোর বিষয়েক অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরা তাঁকে গুরুদেব গড়ে তুলে তাঁর মানুষী রূপটি আড়াল করে অভিনন্দিত করার কথা ভাবি। অথচ রবীন্দ্রনাথ তা কখনওই চাননি। তিনি রোমান্টিক কবি বলে নিজেক জাহির করলেও বাস্তবকে কখনও অস্বীকার করেননি। ফলে শিষ্যের বা ভক্তের বা অনুরাগী চোখে যে গুরু বা গুরুদেবের মানুষিক প্রকৃতি অসাধারণ ও কৃত্রিম হতে বাধ্য, সেসম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তবে গাছের পূজা করে যেমন অনেক গাছকেই রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এইখানেই বাঙালির কিছুটা লাভ হয়েছে। কিন্তু সেই লাভ লোকসানের তুলনায় অতি নগণ্য। কাউকে না জেনে প্রণাম করায় তো আত্মতৃপ্তি জাগে না। আর তাঁকে জানাটাও অপূর্ণ থেকে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব নাম বিশেষণটি অনেকাংশেই দায়ী মনে হয়।

কোন ভারত, প্রশ্ন এটাই

বিশেষ প্রতিবেদন।। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সত্যি-সত্যি ঘটেছিল কি না, এ বিতর্কে পুরাতত্ত্ববিদরা একমত নন। তবে কুরুক্ষেত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পরবর্তী কালে, এতে অনেক ইতিহাসবিদ সায় দেবেন। ভারতবর্ষে ছোট বা বড় আকারে কুরুক্ষেত্র ফিরে এসেছে বার বার।

ইদানীং কালে শান্তিনিকেতনে অশান্তি এবং “ইন্ডিয়া” বনাম এনডিএ জোট সংগ্রামের মধ্যে অবশ্যই একটা ছোট-বড় ভেদ আছে, সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু যা অত সহজে ধরা দেয় না, তা হল উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য। এ দুইয়ের মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র আছে, তাকে ধরতে পারলে সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধারা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে এখন একটাই যুদ্ধ চলছে, ধর্ম ও অধর্মের লড়াই। ধর্ম কোনটি ও অধর্ম কোনটি, তা নিয়ে নির্বাচনী বিতর্ক চলছে ও চলবে। কিন্তু মনে মনে প্রত্যেক ভারতীয় জানেন, কোনটি মানবমৈত্রী-পন্থী ও কোনটি পরহিংসা-প্রসূত। যারা হিংসুক ও হিংস্র, তারাও হিংসা অনুভব করে বলেই “আমরা ও ওরা” ভেদবুদ্ধি চালিত আদর্শ সচেতন ভাবে গ্রহণ করে। শুধু সুচিন্তিত আদর্শ নয়, দেখতে পাচ্ছি গভীরতর হৃদয়াবেগের সংঘাতও। এক পক্ষে সহাবস্থানের শুভবুদ্ধি, অন্য পক্ষে “ওদের” উপর পীড়নেচ্ছা। শান্তিনিকেতনের সংঘাত আপাতদৃষ্টিতে অমর্ত্য সেন ও বিশ্বভারতীর মধ্যে জমি নিয়ে লড়াই, যে জমিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতীচী ট্রাস্ট অবস্থিত। গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায়, ওই জমির একাংশ যা নিজের বলে দাবি তুলে বিশ্বভারতী তার অফিসারদের পাঠিয়ে দখল নিতে চায়, তা কিন্তু সারা দেশের অধিকার নিয়ে একটি বৃহত্তর আধুনিক কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত।

সঙ্ঘ পরিবারের আদর্শে “ভারত” গড়তে প্রবৃত্ত হয়েছে বিজেপি। তাদের এনডিএ জোট নব্য ভারত গড়তে অনেক দূর অগ্রসর হয়েও গেছে। এমন এক মুহূর্তে “দেশ বাঁচাও” ডাক দিয়ে গজিয়ে উঠেছে নতুন বিরোধী জোট, যার নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া)। আশ্চর্য, নামটি অর্মত্য সেনের “আইডেন্টিটি পলিটিক্স” আলোচনার “মাল্টিপল আইডেন্টিটি” তত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। এক জন মানুষের নানা আলাদা সত্তাপরিচয় থাকে, কারও পক্ষে এক ও অদ্বিতীয় আত্মপরিচয় ঘোষণা করা স্বাভাবিক নয়, নিরাপদও নয়। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে স্থান পেয়েছে নানা গোষ্ঠী, গড়ে তুলেছে এক বিচিত্র সভ্যতা, যার মন্ত্র “মিলাবে মিলিবে”।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা এক বড় বাঁক নিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে এসেছিল মানসিকতার জগতে দুই বিশাল পরিবর্তন, যুক্তিগ্রাহ্যতা (রিজন) ও ন্যায়পরায়ণতা (জাস্টিস)। এই দুই ধারাতেই পরবর্তী কালে স্নাত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে তৈরি সংগঠন, প্রতীচী ট্রাস্ট। অমর্ত্য সেনের এই প্রচেষ্টা কত দূর সফল হবে তা ভবিষ্যতবলবে, কিন্তু অমর্ত্যর পিতা আশুতোষ সেনের কেনা জমিটি সদুদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে বললে তা রাবীন্দ্রিক ভাষায় যুক্তি ও ন্যায়ের পরিপন্থী হয় না। সুতরাং, বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রতীচীর বাড়ি ও জমি নিয়ে গোল বাধানো যে বিশ্বভারতীর আচার্য স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী।

অর্থাৎ প্রতীচী ট্রাস্টের পিছনে আছেন ভারতের সর্বোচ্চ জনগ্রাহ্য স্তরের এক বুদ্ধিজীবী। রবীন্দ্র-কথিত কালান্তরের যুক্তিবহ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানসিকতার প্রবক্তাদের মধ্যে এক জন শেষ মনীষী নিশ্চয় অমর্ত্য সেন। সেই হিসাবে অন্যায় ও অযৌক্তিক হিন্দুত্ব প্রচারের পথে তিনি এক বড় বাধা। ফলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধতা করার পিছনে আছে “ভারত” শব্দের অর্থ নিয়ে এক বিপুলতর সংঘাত। বিশ্বভারতীর বক্তব্য, জমি রক্ষা প্রশাসনের অন্যতম কর্তব্য। এ বক্তব্য সঙ্গত। কিন্তু এর আগেকার প্রশাসন জমি রক্ষার্থে ফেনস বা দেওয়াল তুলেছে, প্রাইভেট লিজ-সমূহ বাতিল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শান্তিনিকেতনের পল্লিতে পল্লিতে অনেক লিজ আছে যার দাম কম নয়। কিন্তু আজ প্রতীচীকে কেন এত বিশেষ ভাবে আক্রমণের নিশানা করা হল, তা বুঝতে হলে রাজনীতির পটভূমি খেয়ালে রাখতেই হবে।

সেই পটভূমি নিয়ে ভাবতে গিয়ে বিজেপি ও ইন্ডিয়া জোটের ভাবনাও এসে পড়ে। বিজেপি বলতে চায়, “ভারত” শব্দটি দেশীয় ও প্রাচীনতর। “ইন্ডিয়া” শব্দটি বিদেশি ও আধুনিক। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। “ইন্ডিয়া” নামের প্রাকইতিহাস আছে। তার তাতর্য এখনও বলবতআছে। ভারতবর্ষ নামটি পৌরাণিক নাম, পঞ্চম শতকে চালু হয়। তার আগে অশোক তাঁর শিলালিপিতে এই ভূখণ্ডকে “জম্বুদীপ” নামে অভিহিত করেছেন। তারও আগে ইরানে এ দেশের নাম ছিল হিন্দু(সিন্ধু)। সেই থেকে এসেছিল ইনডোই (ইউনানি), ইন্ডিয়া (রুমি), হিন্দ(আরবি) ইনতু (চৈনিক)। চতুর্বর্ণ সমাজ পঞ্চদশ শতকে নিজেদের সামগ্রিক নাম হিসাবে “হিন্দু” নাম গ্রহণ করল। নামটি মুসলমানদের দেওয়া নাম।

বাস্তবিক, বিজেপির ভারত ও নতুন জোটের ভারত, এই দুই দেশের মধ্যে যে লড়াই বেধেছে তার উৎপত্তি বুঝতে গেলে সেই প্রাচীন কাল না হলেও, উনিশ শতকে কংগ্রেসের উদয় পর্যন্ত (১৮৮৫) পিছিয়ে যেতে হবে, বা তারও আগে সিপাহি যুদ্ধের সময় পর্যন্ত (১৮৫৭)। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর নামকরণ বিচার করলে দেখি, এর লক্ষ্য ছিল “ইন্ডিয়ান নেশন”-এর প্রতিভূ রূপে স্বীকৃতি লাভ। সে ন্যাশনালিজম ছিল ইংরেজি-শিক্ষিত উপকূলবর্তী ব্রিটিশ বন্দরগুলির মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বাজাত্যবোধ। অপরপক্ষে, সিপাহি যোদ্ধাদের ন্যাশনালিজম তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তারা লড়ছিল “দীন অওর ধরম”-এর জন্য। তাদের যুদ্ধ দুই সম্প্রদায়ের যুগ্ম লড়াই। তারা নিজেদের বলত “হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলমানস অব ইন্ডিয়া” (হুনুদওয়া মুসলিমিন-ই- হিন্দুস্থান)। যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান জোট হেরে গেল। তাদের জায়গায় এল “ইন্ডিয়ান নেশন”। ক্রমে পঞ্জাবে ও বাংলার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ঘটল “হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান” নামক জনগোষ্ঠীর মানসিকতার পরিবর্তন। এ ক্ষেত্রে দু’টি তারিখ গুরুত্বপূর্ণ: ১৯৩৭ ও ১৯৯২। প্রথম তারিখে উপকূলপুষ্ট ইংরেজি-শিক্ষিত কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে বিপুল ভাবে জয়ী হল, উত্তর ভারতের হিন্দি-শিক্ষিত সমাজ ভারতীয় পলিটিক্স-এ নিচু তলায় জায়গা পেল। আর দ্বিতীয় তারিখে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে হিন্দিভাষী সেই “সাব-এলিট” ইংরেজিভাষী “এলিট”কে স্থানচ্যুত করতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হল। ক্রমে তৈরি হল তাদের নেতা নরেন্দ্র মোদী কিংবা আদিত্যনাথ যোগীর নিষ্করুণ প্রাধান্য। গোড়া থেকেই “ওদের” অনিষ্ট-কামী “এদের” এই হিন্দুত্ব খুব বিশিষ্ট, কেননা ভারতের ইতিহাসে এই রকম সংগঠিত গণহিংসার নমুনা আর নেই। এরই ঢেউ পৌঁছেছে শান্তিনিকেতনেও। দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের শিলালিপির নির্দেশ লঙ্ঘন করে পলিটিক্স মন্দিরে আলোচ্য বিষয় রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে, মহর্ষি ও গুরুদেব নির্দিষ্ট উৎসব অনুষ্ঠানগুলি স্থগিত আছে। এক দিকে জোর তলব, অন্য দিকে নৈরাজ্য, দু’টিই বিদ্বেষ-প্রসূত। গোলওয়ালকরের হিংসা আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেখিয়ে যাওয়া আশ্রমধর্ম পালন ছাড়া এই হিংসার নিবৃত্তি হবে না। আশ্রমধর্ম ও ভারতধর্ম কী, তা গুরুদেব ও তাঁর নামকরণধন্য অমর্ত্য কথায় ও কাজে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁদের ভারতবর্ষ যুক্তিগ্রহণ ও ন্যায়-পালনের পক্ষপাতী, নতুন সমাজ গড়বার সঙ্কল্পে ব্রতী। “হিন্দুত্ব” শব্দটি আগে রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তা গোলওয়ালকরের হিন্দুত্ব নয়। গুরুদেব আশ্রম থেকে যে “ভারততীর্থ” বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন তা হল, “দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।” এই মন্ত্রের শিষ্য অমর্ত্য দেখিয়েছেন, ভারতীয় সভ্যতার অন্দরে সংস্কার ছাপিয়ে যুক্তির উপস্থিতি কতখানি। দেখিয়েছেন কেমন করে রাষ্ট্র ও বাজার মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। এ সব ন্যায় ও যুক্তির কথা সঙ্ঘ পরিবারে চালু নয়। এ সব কথা তাদের কানে কর্কশ লাগে। বাবরি মসজিদ ভাঙার দৃশ্য বিবিসি-তে দেখার পর বিচলিত হয়ে অমর্ত্য কুমার সেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: ধর্মের নামে এই হিংসা চিরকাল থাকবে কি? ভরসা পেয়েছিলাম যখন মাথা নেড়ে নিরুচ্চারে তিনি বলেছিলেন “না।” মনে পড়ে গিয়েছিল দেশকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ-রচিত একটি গানের বাণী: “ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে আপনা/ সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা/ বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে/ বিশ্বের অধিকার।” ত্রিশ বছর পরে আজ মনে প্রশ্ন জাগছে, ভারতের বর্তমান অমানিশা কবে ভোর হবে। ভাবছি, বিশ্বের অধিকার আমরা কবে কী করে ফিরে পাব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে খুঁটি পূজা আয়োজিত হয়।

বিহার ভোটার তালিকা সংশোধন ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগে ইসি অফিস ঘেরাও, গগৈর তোপ: 'মার্চ আটকানোর যুক্তি কোথায়?'

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া এবং ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ ঘিরে সোমবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করলেন 'ইন্ডিয়া' জোটের সাংসদরা। কিন্তু সংসদ থেকে নির্বাচন সদন পর্যন্ত এই মিছিল পুলিশ আটকায়।লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সংসদের মকর দ্বার থেকে মিছিল শুরু হয়। অংশগ্রহণ করেন কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, রাজদসহ বিরোধী জোটের একাধিক সাংসদ। পথে স্লোগান ওঠে "ভোট চোর"। তাদের দাবি, ইসি যেন প্রকাশ্যে এসে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ও জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়।কংগ্রেস সাংসদ গৌরভ গগৈ বলেন, "বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজন ও সাংসদদের নিয়ে এই মিছিলের অনুমতি না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং নিরাপত্তা দেওয়া উচিত। ইসি শোনে ঠিকই, কিন্তু কখনও স্পষ্ট উত্তর দেয় না।"সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদবের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশে উপনির্বাচনে ১০টি আসনে ভোট চুরি ও বুথ দখল হয়েছে, কিন্তু ইসি রাজ্যের শাসকদলের নির্দেশে কাজ করা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি।রাজদ সাংসদ মনোজ ঝা বলেন, "এই ছজ্জট্ট আসলে একপ্রকার প্রতারণা। গোপনীয় তথ্যও দিচ্ছে না ইসি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের জেদ কমছে না। এমপিদের সঙ্গে দেখা করতে 'স্পেস নেই'এটিই প্রমাণ করে তারা কী ধরনের কাজ করছে।"এদিকে, দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিরোধীরা এই মিছিলের জন্য কোনও অনুমতি নেয়নি। এর জবাবে কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ী বলেন, "তারা কখনও অনুমতি দেয় না। সরকারের নির্দেশে রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহার করছে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে আমরা যেতেই চেষ্টা করব।"কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, "রাহুল গান্ধী গান্ধীজির পথেই হাঁটছেন। যেমন গান্ধীজি স্বাধীনতার জন্য দদি মার্চ করেছিলেন, আমরা গণতন্ত্র বাঁচাতে মিছিল করছি। সবাই জানে নির্বাচন কমিশন কার চাপে কাজ করছে।"

ওয়াশিংটন রুটে ফ্লাইট বন্ধের ঘোষণা এয়ার ইন্ডিয়ার, সেপ্টেম্বরে কার্যকর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : এয়ার ইন্ডিয়া আগামী মাস থেকে দিল্লি-ওয়াশিংটন ডিসি রুটে তাদের পরিষেবা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "বিভিন্ন কার্যকরী কারণ" এবং বহরের স্বল্পতার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে এই স্থগিতাদেশ কার্যকর হবে।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তাদের বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বহরের ২৬টি বিমান বর্তমানে একটি বড় রেট্রোফিট প্রোগ্রামের অধীনে থাকায় বেশ কয়েকটি বিমান দীর্ঘ সময়ের জন্য অচল থাকবে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষিত ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই বহর সংস্কার কর্মসূচি যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় বিমানের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অ্যাভিওনিক্স এবং গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক অংশগুলি আপগ্রেড করা হবে, যা ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ১২ জুন লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই আহমেদাবাদে ভেঙে পড়ে। বিমানে থাকা ২৪২ জন যাত্রী ও কর্মীর মধ্যে মাত্র একজন বেঁচে ছিলেন। দুর্ঘটনায় মাটিতে থাকা প্রায় বিশজনও প্রাণ হারান। ওই ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত ড্রিমলাইনারে, বিশেষত ফুয়েল সুইচ সহ গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা পরীক্ষা করা হয়েছিল।

এছাড়া, পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় এয়ার ইন্ডিয়ার দীর্ঘপাল্লার ফ্লাইটগুলির রুট দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, যা জটিলতা ও খরচ বাড়াচ্ছে। সংস্থার মতে, এই পরিস্থিতি ও বহরের স্বল্পতা মিলিয়েই দিল্লি-ওয়াশিংটন রুট আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যাত্রীদের জন্য সংস্থাটি বিকল্প ব্যবস্থার ঘোষণা করেছে। যারা সেপ্টেম্বর ১-এর পর ওয়াশিংটন রুটে বুকিং করেছেন, তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে বিকল্প ফ্লাইটে রিবুকিং বা সম্পূর্ণ অর্থ ফেরতের সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়াও নিউ ইয়র্ক (জেএফকে), নিউয়ার্ক (ইডব্লিউআর), শিকাগো এবং সান ফ্রান্সিসকো হয়ে ওয়াশিংটন যাওয়ার সুবিধা থাকবে, যেখানে এয়ার ইন্ডিয়ার ইন্টারলাইন পার্টনার আলাস্কা এয়ারলাইন্স, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ও ডেল্টা এয়ার লাইন্সের সঙ্গে যৌথ টিকিটে যাত্রা ও লাগেজ সরাসরি চূড়ান্ত গন্তব্যে পাঠানো সম্ভব হবে। তবে কানাডার টরন্টো ও ভ্যাঙ্কুভার সহ উত্তর আমেরিকার মোট ছয়টি গন্তব্যে এয়ার ইন্ডিয়ার সরাসরি পরিষেবা চালু থাকবে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জ কাণ্ডে ধৃত ৬ অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: বিশ্রামগঞ্জ কাণ্ডে ধৃত আরও ৬। আজই তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে গত মঙ্গলবার রাতে যাত্রী সহ বাস গাড়িতে আক্রমণ ও ভাংচুরের ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে ছয় অভিযুক্ত।পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় থেকে ছয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কাশ্মীরকে 'পাকিস্তানের জীবনরেখা' বললেন পাকিস্তান সেনাপ্রধান আসিম মুনির, মার্কিন সফরে দিলেন পারমাণবিক হামলার হুমকি; ভারতের তীব্র প্রতিক্রিয়া

ইসলামাবাদ/নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : কাশ্মীরকে 'পাকিস্তানের জুগুলার ভেইন' বা জীবনরেখা আখ্যা দিয়ে ফের আগ্রাসী মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার টাম্পায় পাকিস্তানি প্রবাসীদের উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং এটি একটি 'অসমাপ্ত আন্তর্জাতিক এজেন্ডা'। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তান যদি অস্তিত্ব সংকটে পড়ে, তবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে 'অর্ধেক বিশ্বকে ধ্বংস' করার হুমকিও দেন তিনি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এই মন্তব্যকে পাকিস্তানের পারমাণবিক সাব্রে-র‍্যাটলিং উদাহরণ আখ্যা দিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বর্তমানে সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন আসিম মুনির। সেখানে তিনি উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং প্রবাসী পাকিস্তানিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন। টাম্পায় প্রবাসী সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে ভাষণে তিনি বলেন, "আমরা একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। যদি মনে করি আমরা ডুবে যাচ্ছি, তবে আমরা অর্ধেক বিশ্বকে আমাদের সঙ্গে ডুবিয়ে নেব।" এই মন্তব্যে স্পষ্টতই ভারতের দিকে পরোক্ষ হুমকি ছুঁড়ে দেন মুনির।

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যু কখনও ভুলবে না এবং এটি পাকিস্তানের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উক্তি টেনে তিনি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের 'জীবনরেখা' হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি দাবি করেন, কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক সমাধান অপেক্ষমান ইস্যু।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক তীব্র প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, এ ধরনের মন্তব্য পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর গভীর সন্দেহ আরও জোরদার করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "পারমাণবিক সাব্রে-র‍্যাটলিং পাকিস্তানের পুরনো অভ্যাস। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের প্রকৃত অর্থ নিজেই বুঝতে পারবে, বিশেষ করে এমন একটি দেশে যেখানে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান স্পষ্টভারত কখনও পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের কাছে নতিস্বীকার করবে না এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে।

সূত্র অনুযায়ী, অতীতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সমর্থন জানালে তারা প্রায়ই এই ধরনের আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।

ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের মতে, পাকিস্তানের গণতন্ত্র নামমাত্র, প্রকৃতপক্ষে দেশ পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর হাতে। কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনার পর পাকিস্তানে মুনিরের প্রকাশ্য বা নীরব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদে আরোহণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

টাম্পায় অবস্থানকালে মুনির যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের বিদায়ী কমান্ডার জেনারেল মাইকেল ই. কুরিলার অবসর অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং নতুন কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপারের দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, তিনি মার্কিন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইনের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসব বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও পেশাগত স্বার্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

আসিম মুনিরের সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং কাশ্মীর ইস্যুতে তার অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনাকে আরও উস্কে দিয়েছে। ভারতের মতে, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং এর সঙ্গে পাকিস্তানের একমাত্র সম্পর্ক হল পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর খালি করা। অন্যদিকে পাকিস্তান এই অঞ্চল নিয়ে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ দাবি করে আসছে।

এমন প্রেক্ষাপটে মুনিরের পারমাণবিক হুমকি শুধু আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

জেলাশাসকের কনভয়ের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১১ আগস্ট:জেলাশাসকের কনভয়ের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক শিক্ষক। সোমবার দিন এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ধলাই জেলার সুধারাম এলাকায়।

কমলপুরে বিদ্যুৎমন্ত্রী এসেছিলেন আজ। আর এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমবাসা থেকে যাচ্ছিলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ বি। জেলাশাসকের কনভয় দ্রুত গতিতে হঠাৎ সুধারাম এলাকায় বাঁক নেওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা এক বাইক চালককে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় চালক।

জেলা শাসকের কনভয়ে থাকা পুলিশ কর্মীরা আহত ব্যক্তিকে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে। জানা যায় আহত ব্যক্তি ডলুছড়া এসবি স্কুলের শিক্ষক। উনার নাম নির্মল দেবনাথ।

PRESS NOTICE INVITING TENDER (PNIT) NO: 12/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2025-26, Dt 08.08.2025
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	33/EE/Divn.III/PWD(R&B) /2025-26,	₹4,27,617.00	₹8,552.00	60 days	Up to 3.00 P.M. on 28.08.2025	At 4.00 P.M. on 28.08.2025 (if Possible)
2	34/EE/Divn.III/PWD(R&B) /2025-26,	₹24,21,379.00	₹48,428.00	90 days		
3	35/EE/Divn.III/PWD(R&B) /2025-26,	₹24,09,831.00	₹48,197.00	180 days		
4	36/EE/Divn.III/PWD(R&B) /2025-26,	₹24,09,187.00	₹48,184.00	90 days		

Notes :-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/ C/ 1838/25

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/4141-4216
Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only. :- (05021)-295080 (Land)
Dated: 06-08-2025
Dated: 06-08-2025
Last date and time for document downloading and bidding: 14-08-2025 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 14-08-2025 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT: 06/R/EE/PWD/AMP/2025-26.	Rs. 24,06,771.00	Rs.48,135.00	180 Days	Appropriate Class
2	DNIT: 07/R/EE/PWD/AMP/2025-26.	Rs. 24,16,487.00	Rs.48,330.00	180 Days	
3	DNIT: 23/R/EE/PWD/AMP/2025-26.	Rs.24,10,531.00	Rs.48,211.00	90 Days	
4	DNIT: 34/R/EE/PWD/AMP/2025-26.	Rs. 23,59,560.00	Rs. 47,191.00	90 Days	
5	DNIT-22/NIT/SE-III/R/2025-26	Rs. 38,27,239.00	Rs.76,545.00	90 Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office
ICA|C| 1830/25

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 08/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated : 08/08/2025**
The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 23/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 30,67,124/-	Rs. 61,342/-	90 (Ninety) days
2	D.N.I.E.T No. 24/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 12,50,263/-	Rs. 25,005/-	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: **14-08-2025 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid : **14-08-2025 at 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation
No. 3013-31/F.140/SD-I/2010 Dated the 8th Aug 2025

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
Notice Inviting e-tender
PNIe-T No:03/EE/PD/AMC/2025-26 **Dated : 08.08.2025**
The Executive Engineer, Planning Division, AMC on behalf of Hon'ble Mayor AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for following work :

	Estimate Cost	Earnest Money	Completion
1. DNIeT.No. 03/EE/PD/AMC/2025-26	Rs.5,83,133..00	Rs.11,663.00	45 (forty five days)

Last time and date of submission of bid : 14.08.2025 at 15.00 hrs.
1. Bid forms and details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Palanning Division
Agartala Municipal Coroporation

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 25/2025
Online applications are invited form bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to Personal Assistant, Grade-II (PA-II) of Tripura Govt. Stenographers' Service (Gruop-C, Non-Gazetted) under GA (P&T) Department, Govt. of Tripura.
For detailed Adevertisement please visit -**https://tpsc.tripura.gov.in.**

Sd/-Illegible
(S MOG, IAS)
Secretary,
Tripura Public Service Commision.

CORRIGENDUM
PNIET.No. 03/EE/DWS/AMP/2025-26
Dated. 04/07/2025
All the schedule-A i.e BOQ sheets under the PNIET No. 03/EE/DWS/AMP/2025-26, Dated. 04/07/2025 are required modification due to some technical reason in these BOQ Sheets.
So, please read these DNIeTs opening dated: 08/08/2025 instead of opening dated: 04/08/2025.
All other terms & condition will be remains unchanged. Tenderer may also visit https://tripuratenders.gov.in.
ICA/C/ 1829/25.

Executive Engineer
D.W.S Division,
Amarpur Gomati District, Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করলেই হবে না, পরিচ্ছন্নতাও বজায় রাখতে হবে

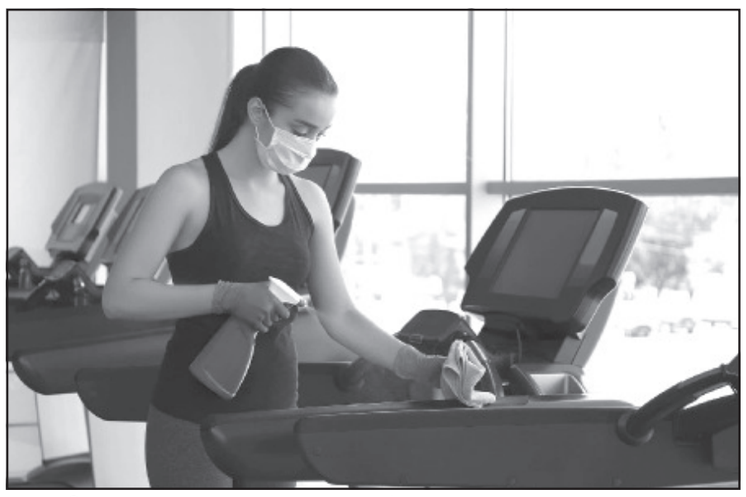

স্বাস্থ্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তাই এই গরমেও নিয়মিত জিমে যান অনেকে। একেবারে শুরুর দিকে অস্বস্তি হয় অনেকেরই। ঘামের গন্ধে, সকলের ব্যবহার করা জিমের "সর্বজনীন" ম্যাটে পিঠ ঠেকাতে পারেন না বলে বগলদাবা করে নিজের ম্যাট নিয়েও যান। কিন্তু শুধু ম্যাট তো নয়, জিমে শরীরচর্চা করতে গেলে অন্যের ব্যবহার করা যন্ত্রের উপরে শুয়েও তো পড়তে হয়।

চিকিতকেরা বলেন, জিমে যে হেতু অনেক মানুষ একসঙ্গে শরীরচর্চা করেন, বদ্ধ জায়গার মধ্যে সকলের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই নানা রকম রোগ ছড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন কী করে?

১) হাত পরিষ্কার করতে হবে

কোনও কিছু খাওয়ার আগে তো বটেই, শরীরচর্চা করার পর অন্য কোনও জিনিসে হাত দেওয়ার আগে হাত ধুতে হবে। যন্ত্রপাতি ধরার পরে কোনও ভাবেই সেই হাত দিয়ে ঘাম মুছতে যাবেন না। চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করা থেকেও বিরত থাকবেন।

২) যন্ত্রপাতি মুছতে হবে

নিজের বাড়িতে যদি শরীরচর্চা করার ব্যবস্থা থাকে, তা হলেও নিয়মিত জিমের যন্ত্রপাতি মুছতে হবে। যদি সর্বসাধারণের জিমে যান, সেখানেও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে কি না, সে দিকে নজর রাখতে হবে।

৩) পোশাক ধুতে হবে

যত কায়দারই পোশাক হোক না কেন, শরীরচর্চা করে এসেই তা নিয়মিত ধুয়ে ফেলতে হবে। ঘর্মাক্ত পোশাক নিয়মিত না ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। এ ক্ষেত্রে ত্বকের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ভ্রু প্রতিস্থাপনের খুঁটিনাটি

"তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।" নয়নে কাজল তো সবাই পরে, কিন্তু ক'জন আর ভুরু বাঁকিয়ে চাইতে পারে! "সপ্তপদী" ছবিতে উত্তমকুমারের দিকে সুচিত্রা সেন যেভাবে ভুরু বাঁকিয়ে তাকিয়েছিলেন, সে ভাবে চোখের দৃষ্টি দিয়েই মনের কথা বোঝাতে কোন মেয়ে না চায়! এক কথায়, চোখের সৌন্দর্য কিন্তু অনেকাংশেই নির্ভর করে তার উপরে থাকা ঘন এক জোড়া ভুরুর উপর। সুন্দর চোখকে আরও রহস্যময়ী করে তোলে ভুরু। তবে ক্রমাগত স্টাইলিং, প্লাকিং ইত্যাদি নানা কারণে আজকাল অনেকেরই ভুরু পাতলা হয়ে যায়। তাই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ভুরুর।

সমস্যার কারণ

কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই অনেক সময়ে ভুরু থেকে রোম ঝরে যেতে শুরু করে। আবার শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনও অসুস্থতা বা জেনেটিক কারণেও ভুরু পাতলা হয়ে যেতে পারে। প্লাস্টিক সার্জন ডা. মণীশ সাহ্লালিয়া বললেন, এগজিমা এবং পোরিয়োসিসের মতো নানা ত্বকের সমস্যা বা শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার কারণে অনেকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হন। তা ছাড়া, শরীরে কোনও জটিল রোগ বাসা বাঁধলেও এই সমস্যা হতে পারে। পাশাপাশি অত্যাধিক প্লাকিং বা ক্রমাগত রূপচর্চা, ফেশিয়াল, মেকআপ ব্যবহারের কারণেও অনেকের ভ্রু পাতলা হয়ে যায়। রূপচর্চায় থার্মাল বা কেমিক্যাল বার্ন হয়েও অনেক সময়ে ভ্রুর ক্ষতি হয়।

ভ্রু ভাল রাখতে

ত্বক ও চুলের মতো ভ্রুর যত্ন করাও প্রয়োজন। রাতে শোয়ার আগে মুখের মতো নিয়মিত ভ্রুর মেকআপ তোলা জরুরি। কড লিভার অয়েল থেকে পাওয়া ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ভ্রুর পক্ষে বেশ ভাল। তা ছাড়া, চিকিতকের পরামর্শ মতো নিতে পারেন বায়োটিন জাতীয় ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও মাল্টিভিটামিন। এর মাধ্যমে ভ্রু-এ রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। পাশাপাশি ভুরু ভাল রাখতে

পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত শারীরচর্চা, স্ট্রেস কম করা প্রয়োজন।

সমাধান

ডা. মণীশ বলছেন, সকলের আগে ভ্রু ঝরে যাওয়ার কারণ খুঁজে বার করা দরকার। তার পর প্রয়োজন মতো অ্যান্টিফাঙ্গাল বা অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা করাতে হবে। শরীরে থাইরয়েড বা অন্য রোগ বাসা বাঁধলে প্রথমেই তার চিকিৎসা শুরু করতে হবে। পাশাপাশি ভ্রুর ঘনত্ব বাড়াতে বাজারে এখন নানা ধরনের জেল কিনতে পাওয়া যায়, তা-ও ব্যবহার করতে পারেন। বাড়িতেও নারকেল তেল ও ক্যাস্টর অয়েল সহযোগে এই জেল বানিয়ে নিতে পারেন। ভুরু ঘন করার পাশাপাশি শেপেও রাখতে সাহায্য করে এই জেল। তা ছাড়া, ঘনত্ব বাড়াতে প্রয়োজনে করা যেতে পারে ভ্রু প্রতিস্থাপনও।

ভ্রু প্রতিস্থাপন

মাথার চুলের মতো ভ্রু-ও প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। ভ্রু একেবারে পাতলা হয়ে গেলে অনেকেই তা প্রতিস্থাপন করে নেন। ডা. সাহ্লালিয়া বললেন, ভ্রু প্রতিস্থাপন করতে লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া ব্যবহার করা হয়। এফইউটি (ফলিকিউলার ইউনিট ট্রান্সপ্লান্ট) এবং এফইউই (ফলিকিউলার ইউনিট এক্সট্রাকশন) এই দুই পদ্ধতিতে ভ্রু প্রতিস্থাপিত করা হয়। মূলত মাথার পিছনের দিক থেকে ছোট ফলিকল নিয়ে তা ভুরুতে ইমপ্লান্ট করা হয়। এক এক দিকের ভ্রুর জন্য প্রায় ২৫০-৪০০ ফলিকল প্রয়োজন হয়। ডার্মাটোলজিস্টরা সাধারণত এফইউই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এ ক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্যে ফলিকল হারভেস্ট করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফলিকলগুলি অনেকসময়ে ডিস্টেবিলাইজড হয়ে যায়। প্লাস্টিক সার্জনরা মূলত এফইউটি পদ্ধতি পছন্দ করেন। এই পদ্ধতিতে হাত দিয়ে ফলিকল ইমপ্লান্ট করা হয়।

প্রতিস্থাপনের পর

ভ্রু প্রতিস্থাপনের তিন দিন পর ক্রাস্টিং এড়াতে বিশেষ ধরনের শ্যাম্পু ব্যবহার করা হয়। খেয়াল রাখবেন, প্রতিস্থাপনের পর অন্তত পনেরো দিন একেবারেই ত্বকের কোনও চিকিৎসা, ফেশিয়াল, ব্লিচ ইত্যাদি করানো চলবে না। ত্বকে কোনও ক্রিম লাগানোর আগেও চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। প্রতিস্থাপন চিকিতা অনেকটাই অন্যান্য অপারেশনের মতো। তাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রতিস্থাপনের পর ৭২ ঘণ্টা রাস্তায় না বেরোনোই ভাল। এতে ধুলো, ময়লায় সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

পরিচর্যা

প্রতিস্থাপিত ফলিকলগুলি বেড়ে উঠতে ২ থেকে ৩ মাস সময় লাগে। প্রতিস্থাপনের পরে মাথার চুলের মতোই বাড়ে ভ্রু। তবে আলাদা করে প্রতিস্থাপিত ভুরুর পরিচর্যা করার কোনও প্রয়োজন হয় না। মাঝে মাঝে কেবল একটু ভ্রু শেপ করে দেওয়া ও ট্রিম করা প্রয়োজন হয়।

সতর্কতা

শহর জুড়ে এখন বেশ কিছু সালঁয় কোনও প্রশিক্ষণ ও চিকিতকের উপস্থিতি ছাড়াই প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। ডা. সাহ্লালিয়া বললেন, পার্লার কিংবা সালঁ-য় নয়, ভ্রু প্রতিস্থাপন করা উচিত চিকিতকের পরামর্শেই। ডার্মাটোলজিস্ট বা প্লাস্টিক সার্জনের তত্ত্বাবধানে ভ্রু প্রতিস্থাপন করা জরুরি। অনভিজ্ঞ হাতে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া ভ্রু প্রতিস্থাপন অনেক সময়েই বিপজ্জনক হতে পারে। সংক্রমণের ভয়ও সে ক্ষেত্রে বেশি থাকে।

বিশেষ পরামর্শ

ভ্রু প্রতিস্থাপনের আগে রক্ত পরীক্ষা ও ত্বকের পরীক্ষা করা জরুরি। রক্তে শর্করা এবং হিমোগ্লোবিন ঠিক মাত্রায় থাকা জরুরি। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে প্রতিস্থাপন করা বিপজ্জনক হতে পারে। পাশাপাশি লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া ব্যবহারে রোগীর সমস্যা থাকলেও এই প্রতিস্থাপন করা হয় না।

পার্শপ্রতিক্রিয়া সাধারণ ভাবে ভ্রু প্রতিস্থাপনের কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ডা. মণীশ সাহ্লালিয়া জানালেন, বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ চিকিতকের হাতে প্রতিস্থাপন না করালে চোখে সংক্রমণ হওয়ার ভয় থাকে। তা ছাড়া, ভ্রু প্রতিস্থাপনের পর সাময়িক ব্যথা হতে পারে। চোখ ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। সে ক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ অনুযায়ী মোটামুটি পাঁচ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়। ব্যথার ওষুধও খেতে হতে পারে।

হজমে সমস্যা হয়? সমাধান রয়েছে একটি ফলে

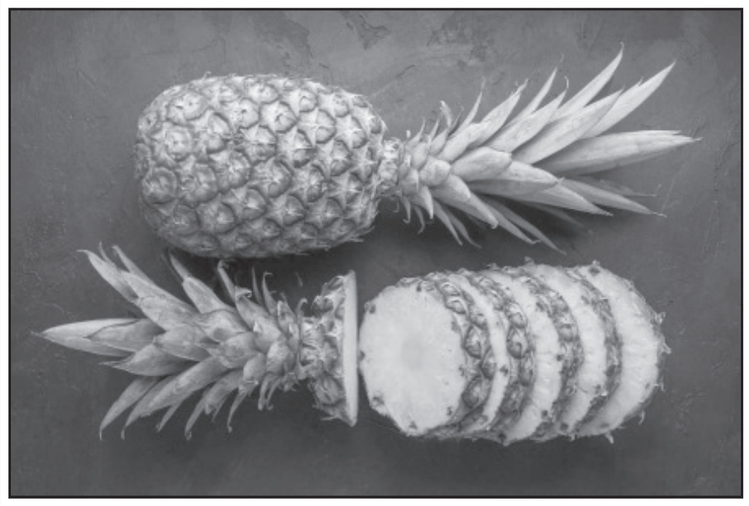

কখনও গরম আবার কখনও বৃষ্টি। ভ্যাপসা গরেম সাধারণ খাবার খেয়েও পেটের সমস্যা হচ্ছে? আবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে বাড়ির খুদে বা বয়স্কদের জ্বর-সর্দি-কাশির মতো উপসর্গও আছে। বর্ষাকালে অ্যার্লাজির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে চারিদিকে। এই রকম ছোটখাট সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রথমেই মুঠো মুঠো ওষুধ না খেয়ে ভরসা রাখতে পারেন আনারসের উপর। আনারসে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি এনজাইম "ব্রোমেলেইন" যা হজমে সহায়তা করে। ভিটামিন সি, বি-র মতো যৌগগুলি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

এ ছাড়াও প্রতি ১০০ গ্রাম আনারস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ৫০ কিলোক্যালরি। তাই এখান থেকে শরীরে বাড়তি মেদ জমার কোনও সম্ভাবনা নেই। আনারসে আছে পেকটিন নামক গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটরি ফাইবার। যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্সেরই গুরুত্বপূর্ণ নানা উপদান যেমন ফলেট, থায়ামিন, পাইরিওফিন ও রাইবোফ্লাবিনও পাওয়া যায় আনারস থেকে।

হজমে সাহায্য করা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা ছাড়াও আনারস আর কী কী উপকার করে? ১) ক্ষত সারিয়ে তোলে

আনারসের মধ্যে "ব্রোমেলেইন" নামক যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি রয়েছে, তা প্রদাহনাশ করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। শরীরে কোনও ক্ষত সারাতে, সংক্রমণ কমাতেও সাহায্য করে আনারস।

২) বাতের ব্যথা উপশম করে

শরীরে অস্থিসন্ধির ব্যথা বা বাতের ব্যথায় সমান ভাবে কার্যকরী আনারস। হালের গবেষণা বলছে, আনারসে থাকা "ব্রোমেলেইন" নামক উতেচকটি এই ধরনের ব্যথা কমাতে বিশেষ ভাবে কাজ দেয়।

৩) ক্যানসার প্রতিরোধ করে

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আনারসে উপস্থিত যৌগগুলি ক্যানসারের মতো মারণ রোগের তেজ অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারে। ক্যানসার আক্রান্ত কোষগুলিকে শরীরের অন্যত্র ছড়াতে দেয় না।

দারচিনি-চায়ে চুমুক দিয়ে দেখুন দূর হবে বেশ কিছু রোগব্যাধি

পাঁঠার মাংস হোক কিংবা কবাব তাতে দারচিনি না পড়লে সেই স্বাদ আসে না। কেবল রান্নার স্বাদ বাড়াতেই নয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে দারচিনির স্বাস্থ্যগুণও অনেক। শরীর চাঙ্গা রাখতে, রোগবালাই দূর করতে রোজ সকালে নিয়ম করে দারচিনি-চায়ে চুমুক দিয়ে দেখুন, দূর হবে বেশ কিছু রোগব্যাধি।

প্রদাহ কমায় : শরীরের বিভিন্ন রকম প্রদাহ কমানোর ক্ষমতা রয়েছে এই মশলায়। কোনও টিস্যুর ক্ষতি হলে বা শরীরে কোথাও আঘাত পেলে, রক্ত জমাট বাঁধলে লাভ হতে পারে দারচিনি-চা খেলে।

হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমায়: ট্রাইগ্লিসারাইড বা খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে দারচিনিতে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই মশলা। সব মিলিয়ে হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে দারচিনির চা নিয়মিত খেতে পারেন। পেটের সমস্যা থেকে রেহাই: অনেকেই আছেন যাঁরা সারা বছরই পেটের সমস্যায় ভোগেন। কোষ্ঠকাঠিন্য হোক কিংবা গ্যাস, বদহজম পেটের সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতেও দারচিনি চা খেতে পারেন।

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে: দারচিনিতে ভরপুর মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। রোজ নিয়ম করে এই চা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। স্বাস্থ্যের পাশাপাশি উজ্জ্বল হবে আপনার ত্বকও। বর্ষায় মরসুমি সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে নিয়ম করে দারচিনি চা খেতে পারেন।

দারচিনিতে ভরপুর মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। ছবি: শাটারস্টক। ওজন কমাতে সাহায্য করে: মেদ ঝরানোর চেষ্টা করছেন? রোজ সকালে আর বিকেলে এক চিমটে দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে চিনি ছাড়া লিকার চা খান। এই পানীয় শরীরের বিপাকহার বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে: টাইপ টু ডায়াবিটিস থাকলে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। তাই বেড়ে যায় রক্তের শর্করার মাত্রা। দারচিনি চা ইনসুলিনের ক্ষরণ বাড়ায়। ঋতুস্রাবের সময়ে রেহাই: ঋতুস্রাবের সময় পেটের যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, মাথা ধরার মতো সমস্যা কমবেশি সব মহিলাকেই কাবু করে। এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে ওই পাঁচ দিন দারচিনি চায়ের উপর ভরসা রাখতে পারেন।

প্রসাধনী নয়, জোর দিন স্বাস্থ্যকর ডায়েটে

নায়িকাদের মতো ত্বকের জেল্লা চান অনেকেই। তবে চাইলেও তা পাওয়া সহজ নয়। কারণ, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে নায়িকারা অনেক কিছুই করে থাকেন। বিভিন্ন সাক্ষাতারে নিজের রূপরুটিনের কথাও বলেন অনেকে। কী ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করেন সে বিষয়েও অনুরাগীদের জানান। তা জেনে নিয়ে অনেকেই সেই ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করার কথা ভাবেন। অনেকেই প্রিয় নায়িকার মতো রূপরুটিন মেনে চলেন। ত্বকের যত্নে নায়িকারা যে শুধু প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন, তা কিন্তু নয়। আলিয়া, দীপিকা, করিনা, কৃতি, কিয়ারা সকলেরই ত্বকের যত্ন এসে মিলে যায় স্বাস্থ্যকর ডায়েটে। প্রসাধনী ব্যবহার করলে ত্বক বাহ্যিক ভাবে সুন্দর হয়। আর সেই সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব সাময়িক। সে কারণে ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ভিতর থেকে। জোর দিতে হবে ডায়েটেও। কী ধরনের খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে আলাদা করে প্রসাধনী ব্যবহার না করলেও চলবে?

প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার-শুধু শরীর চাঙ্গা রাখতেই নয়, প্রোটিন ত্বকচর্চাতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, টফু, কটেজ চিজ, মাছ, দুধ শরীরে খেলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে। ফলে কোলাজেন উতাদনের হারও বেড়ে যায়। কোলাজেন ত্বক ভিতর থেকে টানটান রাখে।

ভিটামিন সি ত্বকের যত্নে এই ভিটামিনেরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। ত্বক ও চুলের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টটির জুড়ি মেলা ভার। তাই ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে পেঁপে, টম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা, লাল ও হলুদ বেলপেপারের মতো খাবার নিয়ম করে খেতে হবে। জিঙ্ক- ত্বকের দেখাশোনায় জিঙ্কেরও প্রয়োজন আছে। চামড়া টানটান রাখে। জেল্লা আনে ত্বকে। রোজের খাদ্যতালিকায় কুমড়োর বীজ, কাজুবাদাম, দুগ্ধজাত খাবার রাখলেই শরীরে জিঙ্কের পরিমাণ বাড়বে। ত্বকও হবে মসৃণ।

ম্যাঙ্গানিজ রূপচর্চায় ম্যাঙ্গানিজের ভূমিকা অনবদ্য। বিভিন্ন ধরনের গোটা শস্য, বাদাম, ব্রাউন রাইস, সবুজ শাকসব্জিতে এই উপাদান ভরপুর মাত্রায় থাকে। তাই খাদ্যতালিকায় এই খাবারগুলি রাখতেই হবে। সব চিকিতা পদ্ধতিতেই কমবেশি পার্শপ্রতিক্রিয়া থাকে। ডা. মণীশ সাহ্লালিয়ার মতে, তাই অহেতুক ভয় না পেয়ে কেবল সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ভ্রু প্রতিস্থাপন চিকিতা। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই ভ্রু প্রতিস্থাপন করাতে পারেন।

গ্যাসের ওষুধ খাচ্ছেন? কোন রোগের ঝুঁকি বাড়ছে জানেন?

নিত্যদিন গ্যাসের ওষুধ খান তাহলে আপনার শরীরে প্রাণঘাতি রোগের ঝুঁকি বাড়ছে এমনই জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অধিকাংশ মানুষেরই গ্যাস অম্বলের সমস্যা রয়েছে। যদিও সেগুলি আমাদের বিভিন্ন রকম খাদ্যাভাসের জন্যই হয়ে থাকে। বমি বমি ভাব চেঁয়া ঢেকুর বুক জ্বালার মত সমস্যা হলেই অল্পেতেই আমরা গ্যাসের ওষুধ খেয়ে নি। তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে এই গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে ডিমেশিয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। অত্যধিক পরিমাণে গ্যাসের ওষুধ যারা খান তাদের ওষুধ এড়িয়ে চলার কথা বলছেন। এই বিষয়টির উপর একটি গবেষণাও করেছিলেন আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজির গবেষকরা। যেখানে ৪০ থেকে ৫০ বয়সী ৫০০০ ব্যক্তির উপরে গবেষণাটি চালানো হয়। প্রায় পাঁচ বছর ধরে যাদের প্রত্যেকেরই ছিল গ্যাসের সমস্যা। নিত্যদিন তাঁরা গ্যাসের ওষুধ খেয়ে থাকতেন এভাবেই দেখা গিয়েছে তাদের শরীরে ডিমনেশিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে চিকিতক মহলের মধ্যেও রয়েছে দ্বিমত। অনেকেই বলছেন গ্যাস অম্বলের ওষুধ খেলেও ডিমনেশিয়া হচ্ছেন না এমন উদাহরণও রয়েছে। তবে কিডনিতে এর প্রভাব পড়ে বেশি ফলে যা অম্বলের ওষুধ স্বাস্থ্যের জন্য একেবারেই উচিত নয় বলেই মনে করছেন চিকিৎসকেরা।

কিছু দিন আগের ঘটনা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন?

অফিসের সারা দিনের পরিশ্রমের পর প্রবল মাথাব্যথা হতেই পারে। অনেকের আবার মাইগ্রেনের কারণেও রোদে বেরোলেই মাথাব্যথা করে। কিন্তু মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে যদি ভুলে যাওয়া কিংবা আচমকা ব্ল্যাক আউটের মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তা হলে সতর্ক হতে হবে বইকি। এ সব উপসর্গ মস্তিষ্কের টিউমরের লক্ষণ হতেই পারে। ব্রেন টিউমর শব্দটি শুনলেই আতঙ্ক দানা বাঁধে মনে। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পরলে চিকিতার সাহায্য নিয়ে ব্রেন টিউমরের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন নয়। তবে টিউমর যদি ক্যানসার-যুক্ত হয়, তা হলে কিন্তু সেটা চিন্তার বিষয়। চিকিতকদের মতে, ঠিক সময় রোগ শনাক্ত করে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মস্তিষ্কের টিউমর বাদ দিয়ে রোগীকে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

কী কী লক্ষণ দেখলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন?

১) ব্রেন টিউমরের অন্যতম উপসর্গ হল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। টিউমরের ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার ধরনটা অন্য রকম হয়। এ ক্ষেত্রে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাথার যন্ত্রণা করে। মাথাব্যথার সঙ্গে সারা ক্ষণ বমি বমি ভাব হয়। ২) শরীরে জ্বর নেই, অথচ কাঁপুনি হচ্ছে মাঝে মাঝেই। আবার কিছু ক্ষণ পর আপনা থেকেই কমে যায়। ৩) সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার কথা বেমালুম ভুল যাওয়া ব্রেন টিউমরের লক্ষণ।

৪) রাতে ঠিক মতো ঘুমোনোর পরেও পরের দিন শরীরে ক্লান্তি থাকে, ঘুম পায়। যে কোনও কাজ করতে আলস্য আসে।

৪) মস্তিষ্কের কোথায় টিউমা হয়েছে, তার উপরেও উপসর্গগুলি নির্ভর করে। সেরিব্রামের টেম্পোরাল লোবে টিউমর হলে দেখতে অসুবিধে হয়।

৫) হাত পা নাড়াচাড়া করতে সমস্যা হয়। হাঁটাচলার সময় ভারসাম্য বজায় থাকে না। হাত দিয়ে কোনও জিনিস শক্ত করে ধরতে সমস্যা হয়। হাতের জোর কমে যায়। ৬) ভাবনা আর কথা বলার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

৭) অনেকের ঢোক গিলতে কিংবা খাবার খেতেও অসুবিধা হয়। গন্ধের বোধ চলে যায় কারও কারও। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, পুষ্টিকর খাদ্যাভাস ও নিয়মিত শরীরচর্চা করে ব্রেন টিউমর ঠেকানো যায়। দিন দিন আমরা অতিরিক্ত ইলেকট্রনিক গ্যাজেটনির্ভর হয়ে পড়ছি। এই অভ্যাস থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে রাখুন। রেডিয়েশনের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। উপরের উপসর্গগুলি দেখা দিলে হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে।

রাত্রি বেলায় ভাত না রুটি? ঠিক কোনটা খাওয়া উচিত

কেউ বলবেন ভাত, তো কারও পছন্দের তালিকায় রয়েছে রুটি। ভাতের প্রতি অতিরিক্ত ভাললাগার কারণে বাঙালিদের "ভেতো" বলে একটা বদনাম আছে। তাই ডিনারেও তাদের পছন্দ গরম গরম ভাত। কিন্তু যারা স্বাস্থ্য সচেতন, তারা রাতের মেনু বদলে নিয়েছেন। আজকাল ভাতের বদলে রুটিতেই ভরসা রাখছেন অনেকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ভাত-রুটি কোনওটাই নয়। খেলেও খুব কম পরিমাণে খাওয়া ভাল। কারণ, সমস্যা কার্বোহাইড্রেটে।

রাতে ভাত বেশি কেন নয়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক প্লেট ভাতে (অর্থাত প্রায় ৮০ গ্রাম) প্রায় ২৭২ ক্যালোরি থাকে। সন্ধের পর কার্বোহাইড্রেট এড়িয়ে চলাই উচিত। বিশেষ করে হাই সুগার, ডায়াবেটিস, ওবেসিটির সমস্যা থাকলে তো নয়ই। ঘুমনোর আগে কার্বোহাইড্রেট শরীরে গেলে গ্রোথ হরমোন এবং টেস্টোস্টেরন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। রাতে

খুব বেশি ভাত খেলে ডায়াবেটিস, ওবেসিটির মতো ক্রনিক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। ভাতে ফাইবারও কম থাকে। ফলে, হজমেরও সমস্যা হতে পারে।

রাতে বেশি রুটির ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? আটা বা ময়দা, যে কোনও ধরনের রুটিতেই কার্বোহাইড্রেট থাকে। ২০ থেকে ২৫ গ্রাম আটায় তৈরি একটা রুটিতে থাকে প্রায় ৭০ ক্যালোরি। এ বার পাতে ক'টা রুটি খাচ্ছেন, সেই মতো হিসেব করে নিন কতটা ক্যালোরি শরীরে যাচ্ছে। এক টুকরো রটিতে ১৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দৈনিক পুষ্টির মাত্র ৪৫ থেকে ৬৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থেকে নেওয়া উচিত।

সোমবার আগরতলায় ওরিও উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত' ভোট জালিয়াতি নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ, পদত্যাগ করলেন কর্নাটকের মন্ত্রী কে.এন. রাজন্না

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট — কর্নাটকে ভোটার তালিকা অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে নিজের দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই সরব হওয়ার পর পদত্যাগ করলেন সহযোগিতা ও মাইনর ইরিগেশন মন্ত্রী কে.এন. রাজন্না। সোমবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের উচ্চ নেতৃত্বের চাপে পড়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাঁকে।

ঘটনার সূত্রপাত হয় কয়েকদিন আগে, যখন রাজন্না প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময়ই ভোটার তালিকা প্রস্তুতের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম ঘটেছে। তাঁর দাবি, দলের পক্ষ থেকে সময়মতো আপত্তি তোলা বা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মহাদেবপুরা কেন্দ্রে একজন ভোটারের তিনটি আলাদা নাম নিবন্ধন এবং ভোটদানের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই ধরনের অনিয়ম চোখের সামনে ঘটেছে, অথচ আমরা নীরব থেকেছি আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।"রাজন্নার বক্তব্যে স্পষ্ট, তাঁর অভিযোগ কেবল বিজেপি বা বিরোধীদের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজের দলের নীরবতাকেও তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তিনি আরও বলেন, "ড্রাফ ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়ই আপত্তি তোলা দরকার ছিল। সেটাই দলের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তখন আমরা কিছু বলিনি, আর এখন কথা বলছি।"

এই মন্তব্যে চরম অস্বস্তিতে পড়ে কর্নাটক কংগ্রেস। উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার প্রকাশ্যে বলেন, রাজন্না "সম্পূর্ণ ভুল" করেছেন এবং দলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। সূত্রের দাবি, এরপরই হাই কমান্ডের নির্দেশে রাজন্নাকে পদ ছাড়তে হয়। যদিও তিনি সাংবাদিকদের বলেন, নিজের নীতি ও বিশ্বাসের কারণেই পদত্যাগ করেছেন।

এদিকে, রাজন্নার এই পদত্যাগ কংগ্রেসের জন্য রাজনৈতিকভাবে আরও চাপে ফেলে দিল, কারণ একই সময়ে জাতীয় স্তরে দল ভোট জালিয়াতি ইস্যুতে সরব। দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রতিবাদ মিছিল করেন। সেখানে রাহুল গান্ধী বলেন, "এটি আমার লড়াই 'ওয়ান ম্যান, ওয়ান ভোট'-এর জন্য। নির্বাচন কমিশনের ডেটা থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাই শপথনামায় সই করার প্রয়োজন নেই।"

প্রসঙ্গত, বিজেপি রাহুলের "ভোট চুরি" মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তাঁকে নাৎসি প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের সঙ্গে তুলনা করেছে। বিজেপির অভিযোগ, কংগ্রেস ইস্যুটিকে রাজনৈতিক সুবিধা তোলার জন্য ব্যবহার করছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কর্নাটকে রাজন্নার পদত্যাগ দলীয় ভেতরের অসন্তোষ ও বিভাজনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা আসন্ন নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। এখন দেখার বিষয়, কংগ্রেস কীভাবে এই দ্বন্দ্ব মেটায় এবং ভোটারদের আস্থা ফেরানোর চেষ্টা করে।

আদানি ডিফেন্স ও প্রাইম অ্যারোর হাতে ইন্ডামার টেকনিক্সের ১০০ শেয়ার অধিগ্রহণ

আহমেদাবাদ, ১১ আগস্ট : আদানি ডিফেন্স সিস্টেমস অ্যান্ড টেকনোলজিস লিমিটেড এবং প্রাইম অ্যারো যৌথভাবে ইন্ডামার টেকনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের ১০০ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণের জন্য সোমবার একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আইটিপিএল দেশের অন্যতম শীর্ষ বেসরকারি মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ার অ্যান্ড ওভারহল সংস্থা।

এই অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে আদানি ডিফেন্সের ভেঞ্চার 'হরাইজন অ্যারো সলিউশনস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে, যা এডিএসটিএম এবং প্রাইম অ্যারোর ৫০-৫০ অংশীদারিত্বে গঠিত। প্রাইম অ্যারোর মালিক প্রজয় প্যাটেল, যিনি ইন্ডামার টেকনিক্সেরও পরিচালক।

নাগপুরের মিহান বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত আইটিপিএল-এর আধুনিক গ্রিনফিল্ড স্থাপনাটি ৩০ একর জুড়ে বিস্তৃত। এখানে ১০টি হ্যাঙ্গারে ১৫টি বিমান একসঙ্গে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। ডিজিসিএ, মার্কিন এফএএ এবং অন্যান্য বৈশ্বিক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত এই সংস্থা লিজ রিটার্ন চেক, হেভি সি-চেক, স্ট্রাকচারাল রিপেয়ার এবং বিমান রঙ করাসহ পূর্ণাঙ্গ এমআরও পরিষেবা প্রদান করে থাকে। আদানি এয়ারপোর্টসের পরিচালক জিত আদানি বলেন, "ভারতের বিমান চলাচল শিল্প বর্তমানে যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে পৌঁছেছে। আগামী কয়েক বছরে দেশীয় এয়ারলাইনগুলো ১,৫০০-র বেশি নতুন বিমান যুক্ত করবে। এই অধিগ্রহণ ভারতের জন্য বৈশ্বিক এমআরও কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরবর্তী পদক্ষেপ।" আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেসের সিইও অশীষ রাজবংশী জানান, "এয়ার ওয়ার্কস যুক্ত হওয়ার পর এই অধিগ্রহণ আমাদের এমআরও খাতে অবস্থান আরও শক্তিশালী করল। নাগপুরের কৌশলগত অবস্থান আমাদের প্যান-ইন্ডিয়া পরিষেবার সক্ষমতা বাড়াবে।" প্রজয় প্যাটেল বলেন, "আদানি ডিফেন্সের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব ইন্ডামার টেকনিক্সকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় মূলনিবাসী হিন্দুদের অস্ত্র লাইসেন্স দেওয়ার পক্ষে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, অসমে নতুন নীতি ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক

গুয়াহাটি, ১১ আগস্ট : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসরত মূলনিবাসী হিন্দুদের অস্ত্র লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এই পদক্ষেপ ওইসব এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তিনি উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ সালমারা, মনকাচর ও ভাগবরের মতো জেলাগুলির কথা উল্লেখ করে বলেন, "অসমে কিছু গ্রাম আছে যেখানে ৩০ হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র ১০০ জন সনাতনী হিন্দু বাস করেন। যদি এসব পরিবার আইনসম্মত প্রক্রিয়ায় আবেদন করেন, তবে তাঁদের অস্ত্র লাইসেন্স দেওয়া যেতে পারে। সনাতন ধর্ম রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।"

গত ২৮ মে অসম মন্ত্রিসভা একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে সংবেদনশীল ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী মূলনিবাসী নাগরিকদের অস্ত্র লাইসেন্স দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে ধুবড়ি, নগাঁও, মোরিগাঁও, বারপেটা, গ্বালপাড়া এবং দক্ষিণ সালমারা-মনকাচর যেখানে বাংলাদেশি উৎসের মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং স্থানীয় হিন্দুরা সংখ্যালঘু। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই সিদ্ধান্ত বহুদিনের দাবি পূরণ করছে। ১৯৮৫ সাল থেকে এ ধরনের উদ্যোগের দাবি উঠছিল, কিন্তু কোনও সরকার সাহস করে তা কার্যকর করেনি। তাঁর মতে, যদি এই সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হতো, তবে স্থানীয়রা জমি বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে চলে যেতেন না।

সরকারি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নীতি নাগরিকদের সামরিকীকরণ করার জন্য নয়, বরং অবৈধ হুমকি রোধ ও স্থানীয়দের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য। সরকারের দাবি, এসব এলাকায় স্থানীয়রা প্রায়শই বাংলাদেশ বা নিজের গ্রাম থেকেই হামলার শিকার হতে পারেন এবং তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করছেন।

ভারতে সাধারণ নাগরিকদের অস্ত্র রাখার অধিকার ১৯৫৯ সালের 'আর্মস অ্যাক্ট'-এর অধীনে সীমিত। নাগরিকরা শুধুমাত্র নন-প্রোহিবিটেড বোর (স্মুথবোর) বন্দুকের লাইসেন্স পেতে পারেন এবং তা পেতে হলে জীবনের জন্য গুরুতর হুমকির প্রমাণ দেখাতে হয়। এই প্রমাণের জন্য সাধারণত একটি এফআইআর দাখিল করা হয়। প্রক্রিয়াটি দীর্ঘপ্রথমে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন জমা দিতে হয়, এরপর ঠিকানা যাচাই ও অপরাধমূলক রেকর্ড পরীক্ষা করা হয়। আবেদনকারীকে সাক্ষাৎকারে ডাকা হয়, যেখানে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা এবং অস্ত্র রাখার প্রয়োজনীয়তার কারণ যাচাই করা হয়। যদি কারণ যুক্তিসঙ্গত হয়, রিপোর্ট অপরাধ শাখা ও ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোতে পাঠানো হয়। সমস্ত ধাপ পেরিয়ে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে লাইসেন্স মঞ্জুর হয়।

অসমের এই নতুন নীতি বিরোধী দলগুলির কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুশ্মিতা দেব বলেন, "এই সিদ্ধান্ত সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করছে এবং এটি প্রমাণ করে যে রাজ্যের পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অক্ষম।" তাঁর অভিযোগ, সরকার অস্ত্র লাইসেন্স দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু কেউ সেই অস্ত্র কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। একবার লাইসেন্স পেয়ে গেলে তার অপব্যবহারের ঝুঁকি থেকেই যায়।

তিনি মূলনিবাসীর সংজ্ঞা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন "আজ পর্যন্ত মূলনিবাসী কারা, তা স্পষ্ট নয়। মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছেমতো ঠিক করেন কে মূলনিবাসী আর কে নয়। এই নীতি একটি বিপজ্জনক নজির তৈরি করছে এবং বার্তা দিচ্ছে যে 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর অধীনে অসম নিরাপদ নয়।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নীতি আসন্ন সময়ে অসমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়াতে পারে। যেখানে ধর্মীয় ভিত্তিতে অস্ত্র লাইসেন্স দেওয়ার প্রস্তাব কার্যকর হয়, সেখানে সামাজিক বিভাজন গভীর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে, সমর্থকরা মনে করছেন, এই পদক্ষেপ দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা একটি ছোট জনগোষ্ঠীকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেবে এবং তাঁদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করবে।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে তা কেবল আইনশৃঙ্খলা নয়, বরং আসন্ন রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দিল্লির এল-জি বিনয় কুমার সাক্সেনার মানহানি মামলায় মেধা পাটকরের দোষসিদ্ধি বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট — নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেতা ও সমাজকর্মী মেধা পাটকরের বিরুদ্ধে দিল্লির বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এল-জি) বিনয় কুমার সাক্সেনা দায়ের করা ফৌজদারি মানহানি মামলায় দোষসিদ্ধি বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি এম.এম. সুন্দ্রেশ ও বিচারপতি এন. কোটিস্বর সিংয়ের বেঞ্চ দিল্লি হাই কোর্টের রায়ে সিলমোহর দেয়।তবে আদালত মেধা পাটকরকে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ বাতিল করেছে এবং তার ওপর আরোপিত প্রবেশন শর্তও সংশোধন করেছে। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁকে কারাদণ্ড ভোগের পরিবর্তে জামিনের বন্ড দিতে হবে এবং প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকার শর্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।মামলার ইতিহাস অনুযায়ী, ২০০১ সালে বিনয় কুমার সাক্সেনাযিনি তখন আহমেদাবাদ-ভিত্তিক এনজিও ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর প্রধান ছিলেনমেধা পাটকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, ২০০০ সালের ২৪ নভেম্বর মেধা পাটকর দিলিপ গোহিল নামে এক সাংবাদিককে একটি প্রেস নোট ইমেইল করেন, যা পরে গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং সাক্সেনার দাবি অনুযায়ী সেটি তাঁর মানহানি করে।

সিনিয়র আইনজীবী সঞ্জয় পারিখ সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি দেন যে, হাই কোর্ট দুই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর বক্তব্যে আস্থা না রেখেও দোষসিদ্ধি বহাল রেখেছে। এছাড়া, ইমেইলটি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটি এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর ৬৫বি ধারায় শংসাপত্রিত ছিল না।

কুয়েতে এখন থেকে জিসিসি প্রবাসীদের জন্য 'ভিসা অন অ্যারাইভাল', ভারতীয়রাও সুবিধাভোগী

কুয়েত, ১১ আগস্ট : গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল দেশগুলির প্রবাসীদের জন্য বড় সুখবর। কুয়েত সরকার ঘোষণা করেছে, এখন থেকে জিসিসি সদস্য দেশগুলিতে (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ওমান এবং কুয়েত) বৈধ ছয় মাসের রেসিডেন্সি থাকা যে কোনও বিদেশি নাগরিক কুয়েতে পর্যটক ভিসা 'অন অ্যারাইভাল' পাবেন। এর ফলে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ প্রবাসী সরাসরি কুয়েতের বিমানবন্দর বা স্থলসীমান্তে পৌঁছে ভিসা নিতে পারবেন, পূর্বের মতো আগে থেকে অনলাইনে আবেদন বা দূতাবাসে যোগাযোগের প্রয়োজন হবে না। এই নীতি কার্যকর হয়েছে ২০২৫ সালের ১০ আগস্ট রবিবার, যখন কুয়েতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ ফাহাদ আল-ইউসুফ আল-সাবাহ দেশের সরকারি গেজেট কুয়েত আলিউম-এ নির্দেশনা প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে ২০০৮ সালের পুরনো বিধিনিষেধ বাতিল করা হয়েছে, যা এতদিন জিসিসি প্রবাসীদের কুয়েত ভ্রমণে আলাদা অনুমতির শর্ত বেঁধে দিত।

ভিসা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া অনুযায়ী, কুয়েতে পৌঁছেই নির্দিষ্ট ইমিগ্রেশন কাউন্টারে গিয়ে ভিসা নেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবেপ্রথমত, ভ্রমণকারীর জিসিসি রেসিডেন্সি পারমিট অন্তত ছয় মাসের জন্য বৈধ থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, তার কাছে বৈধ পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথি থাকতে হবে। শর্তগুলো যাচাই হয়ে গেলে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে পর্যটক ভিসা ইস্যু করা হবে।

সব কিছু যাচাইয়ের পর সেখানেই ভিসা ইস্যু করা হবে। এর ফলে জরুরি বা স্বল্প নোটিশে অবকাশ যাপন, পারিবারিক দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা অন্যান্য অ-কর্মসংক্রান্ত ভ্রমণ আরও সহজ হবে।

২০২৪ সালের শেষে জিসিসি অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬১.২ মিলিয়ন, যার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি বিদেশি প্রবাসী। এতদিন জিসিসি নাগরিকরা সহজে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করতে পারলেও প্রবাসীদের ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা ছিল, বিশেষত কুয়েতে। নতুন নীতি সেই বাধা দূর করে, আঞ্চলিক পর্যটনকে উৎসাহিত করবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত কেবল ভ্রমণ সহজ করতেই নয়, কুয়েতের অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালে পর্যটন খাত থেকে কুয়েতের আয় ১.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 'ভিশন ২০৩৫'-এর অধীনে তেলের বাইরে অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কুয়েতের প্রধান লক্ষ্য।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানের মতো অন্যান্য উপসাগরীয় দেশ ইতিমধ্যেই জিসিসি প্রবাসীদের জন্য ভিসা নীতি সহজ করেছে। কুয়েতও সেই ধারায় শামিল হয়ে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বিনিময়, টেকসই পর্যটন এবং অর্থনৈতিক একীকরণকে এগিয়ে নিচ্ছে। এর ফলে রিয়াদ, দাম্মাম, মানামা ও দোহা'র মতো নিকটবর্তী শহর থেকে সপ্তাহান্তে বা স্বল্পমেয়াদী অবকাশ যাপন এখন আরও সহজলভ্য হবে।

হর ঘর তিরঙ্গা

● প্রথম পাতার পর

একটি বিধানসভা কেন্দ্রেও এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছি। এই কার্যক্রম তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে - ২ আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট, ৯ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট এবং ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন পর্যন্ত। আমি আজ এখানে বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশ নিতে এসেছি।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরও বলেন, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেই ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যারা দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং এখনও দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। আমাদের সকলে মিলে দেশকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই কার্যক্রম সফল। মানুষও খুব খুশি।

নির্বাচন কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি বিহারে ভোটের আগে 'স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন' বা বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করে নির্বাচন কমিশন। বিরোধীরা এটিকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। তাদের অভিযোগ, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বিরোধী শিবিরের ভোটব্যাংক থেকে বহু নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আদালতে পিটিশনাররা বলেছেন, এই সংশোধনী প্রক্রিয়া কমিশনের ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং এর সময়কাল এমনভাবে নির্ধারিত যে, বাদ পড়া ভোটাররা আপিল করার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন না।

গত সপ্তাহে রাহুল গান্ধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তার অভিযোগের পক্ষে পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন, ব্যাপক হারে ভোটার তালিকা বিকৃত করা হয়েছে এবং কমিশনের কাছে আহ্বান জানানভোটার তালিকার খসড়া উন্মুক্ত ও অনুসন্ধানযোগ্য আকারে প্রকাশ করার জন্য। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন সব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে, তাদের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত করার জন্যই এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কমিশন রাহুলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছে, হলফনামা দিয়ে প্রমাণ পেশ করতে হবে।

পদযাত্রা আটকানো এবং নেতাদের গ্রেফতারের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সকাল থেকে চলা এই টানটান উত্তেজনার কারণে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষই দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

রাহুল গান্ধী সম্প্রতি ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে তথ্য-প্রমাণসহ উপস্থাপনা করে ভোটার তালিকা প্রকাশ্য করার দাবি জানান। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগ অস্বীকার করে রাহুলকে হলফনামা দিয়ে প্রমাণ দিতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদ আরও জোরদার হলো। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আসন্ন রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে এই বিরোধ-বিতর্ক আগামী দিনে আরও বড় আকার নিতে পারে।

ভোটার তালিকায়

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করার জন্যই এই উদ্যোগ বলে দাবি ভারতের নির্বাচন কমিশনের। এদিকে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য দিল্লি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে, এবং যারা অবৈধভাবে রাজ্যে বসবাস করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনই একমাত্র সমাধান বলে দাবি প্রদ্যোতের। আর তাই বিহারের ন্যায় রাজ্যেও এই এসআইআর - এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের অন্যতম অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে দাবি করেছে তিপ্রা মথা।

তবে বিহার, আসাম সহ অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরাতেও কি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পথে হাঁটছে নির্বাচন কমিশন, এখন এটাই বড় প্রশ্ন। কারণ ২০০৫ সালের ভোটার তালিকা পুনরায় প্রকাশের মাধ্যমে এই বিষয়টি অনেকটাই স্পস্ট বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যে এসআইআর - চালু হলে রাজনৈতিক মহলে এর কি প্রভাব পড়বে সেটাও বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: রইস্যাবাড়ি ব্লকের নারকেল কুঞ্জ এডিসি ভিলেজের জাগরাম পাড়ার বাসিন্দা কান্ডা চাকমার বসতঘর সোমবার দুপুরে অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। ঘটনার সময় তাদের বাড়িতে কেউ ছিলেন না। হঠাৎ খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখতে পান সম্পূর্ণ বাড়িটি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন এই ঘটনায় প্রায় ১ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কিভাবে এই আগুন লেগেছে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তবে এটি নাশকতার আগুন বলেই দাবি করেন বাড়ির মালিকের।

প্রতারকের খপ্পরে শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

নি। সেই সুবাদে গত দশই আগষ্ট দুপুরে একটি নম্বর থেকে কল আসার পর বিশ্বাস করে সেই ব্যক্তির কথামতো একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে। এরপর নিজের নাম সহ ৩৫/ ২১ লিখে পাঠানোর পর ক্যাপিটেল লেটারে লেখা একটি নথি অনলাইনে সাবমিট করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী শিক্ষক বিশ্বাস করে সবকিছু দিয়ে দেয়। এরপরই যা হবার তা হয়ে যায়। পর পর দুই দফার ৫৬ হাজার ১৭৬ টাকা ব্যাংক একাউন্ট থেকে টাকা কেটে নিয়ে যায় টাকা কেটে নেওয়ার পর শিক্ষকের মোবাইলে মেসেজ আসার পর চক্ষু চরক গাছ হয়ে যায়। সাথে সাথে যোগাযোগ করে ব্যাংক সহ সাইবার ক্রাইম অফিসে ও বিলোনিয়া থানাতে যোগাযোগ করে, মামলা দায়ের করে।

শিক্ষক দীপ্তি মল্ল সুষ্ঠ বিচারের চেয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এই শিক্ষকের মতো যাতে প্রতারিত না হয় সেই ব্যাবস্থা নিক সাইবার ক্রাইম সহ পুলিশ প্রশাসন।

রাজ্যে রেলওয়ে

● প্রথম পাতার পর

স্বেচ্ছায় স্মার্ট মিটার বসিয়েছেন।

তিনি জানান, পিএম-কুসুম প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত ১৫ হাজারের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬৯৪ জন গ্রাহক সৌরবিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন করেছেন, যা থেকে ২ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। গোমতী জেলায় আরও ১৫ মেগাওয়াট উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। মহারানির অকেজো মাইক্রো-হাইডেল প্রকল্প পুনরায় চালু করে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। ধলাই জেলায় ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী কর্মকর্তাদের দুর্গাপূজার আগে সকল অসমাপ্ত সাব-স্টেশন কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, দুর্গা চৌমুহানী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানভানু প্রতাপ লোধি, টি পি টি এল-এর জেনারেল ম্যানেজার (ট্রান্সমিশন) রঞ্জন দেববর্মা, পাওয়ার গ্রিডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার এস কে পালসহ অন্যান্যরা।

অধ্যক্ষের মস্তিস্কে ফের

● প্রথম পাতার পর

থাকা রক্ত অপসারন ও মস্তিষ্কের চার কমানো হয়। পরে তাঁকে সার্জিক্যাল আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয় উন্নত পরবর্তী চিকিৎসার জন্য।

৯ আগস্ট শ্রী সেন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে ছিলেন এবং তাঁর রক্তচাপ স্থিতিশীল ছিল। গতকাল সকালে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে দিল্লির এইমস থেকে দুই বিশিষ্ট চিকিৎসকনিউরোলজিস্ট ডা. রাজেশ কুমার সিং ও নিউরোসার্জন ডা. রমেশ শরণাপ্পা দোড্ডামানিআগরতলা এসেছিলেন। তাঁরা শ্রী সেনের অবস্থা পর্যালোচনা করেন। তাঁরা আইএলএস হাসপাতালের বিভিন্ন চিকিৎসকদের সাথে বৈঠক করেছেন। এইমস হাসপাতালের দুজন নিউরোসার্জন শ্রীসেনের প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা যর্থাথ হয়েছে বলে জানান। শুধু তাই নয়, আগরলার টিএমসি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থারও ভূয়সী প্রশাংসা করেছেন তাঁরা।

এদিনের বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গেছে শ্রী সেনের মস্তিষ্কে আবারও রক্তক্ষরণ হয়েছে। যদিও তার অবস্থা এখনও স্থিতিশীল বলে দাবি করেছে আসতেই উদ্বিগ্ন তার পরিবার। তাই তার উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের পক্ষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে তার মস্তিষ্কে আবারও রক্তক্ষরণের বিষয়টি প্রকাশ্যে জানিয়েছে, তার পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনার বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাধ্যমে শ্রী সেনকে বহিঃ রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছপ। এ লক্ষ্যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

সোমবার আগরতলায় নিগম ভবনে রাখি উৎসবে অংশ নেন মেয়র দীপক মজুমদার।

জুতার দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার

আগরতলা, ১১ আগস্ট: গোপন খবরের ভিত্তিতে বটতলা এলাকায় একটা জুতার দোকানে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ওই অভিযানে প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে জুতার দোকানের মালিক সহ তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম আগরতলা থানায় খবর আসে বটতলা এলাকায় একটি জুতার দোকানে নেশা সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ওই অভিযানে ৫.১ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ২ কেজি গাঁজা এবং নগদ ৫৫৫০ টাকা উদ্ধার করে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে জুতার দোকানের মালিক সহ তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আগামী লোকসভা নির্বাচনে দেশ থেকে বিজেপিকে বিতাড়িত করার জন্য লড়াই অব্যাহত রাখবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১১ আগস্ট: ২০২৯ সালের কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনে দেশ থেকে বিজেপিকে বিতাড়িত করার লড়াই জারি রাখবে জনগনের সাহায্য নিয়ে কংগ্রেস দল। বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে সোমবার দুপুরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি অজিতাভ মজুমদার।

সভাপতি আরো বলেন, আপনার স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থে লক্ষ্য রাখবেন কোন ভুয়া ভোটার আছে কিনা সন্ত্রাসবাদীদের নাম আছে কিনা ভোটার লিস্ট লক্ষ্য রাখবেন। নির্বাচন কমিশন যেভাবে ভোটকে প্রশাসনে পরিণত করার চেষ্টা করছে , সেই তথ্য দিতেই সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন বলে জানান যুব কংগ্রেস সভাপতি। পাশাপাশি দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভুয়ো ভোটারের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের মদতে ভোটার লিস্টে কারচুপির অভিযোগে তুলে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তা না হলে কংগ্রেস দল বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। এছাড়া রাহুল গান্ধীর দাবিকে সমর্থন জানিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি ইলোকট্রাল ভোটার লিস্ট ও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে সিসি ফুটেজ রাহুল গান্ধীর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে প্রগতি স্কুলে সিআরপিএফ জওয়ানদের হাতে তিরঙ্গা পতাকা তুলে দিলেন কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন ১৮ নং কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত। আগরতলার প্রগতি স্কুলে সিআরপিএফ জওয়ানদের হাতে তিরঙ্গা পতাকা তুলে দেন তিনি। প্রগতি স্কুলে অবস্থানরত সিআরপিএফ জওয়ানদের হাতে তিরঙ্গা পতাকা তুলে দিয়ে তিরঙ্গা কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় ১৮ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে। তিনি বলেন সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান দেশে কেউ বেশি তিরঙ্গার মর্যাদা বোঝে না। সে কারণেই তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর জোয়ানদের হাতে তিরঙ্গা তুলে দিয়ে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তিরঙ্গা কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন। এ ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছেন বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন। আগামী কয়েকদিনের তিনি বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হাতে তিরঙ্গা পতাকা তুলে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্নেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহকুমা শাসকের অফিসে দালালের হাতে সাংবাদিক আক্রান্ত, অভিযুক্ত গ্রেফতার

আগরতলা, ১১ আগস্ট: সরকারি অফিস প্রাঙ্গণে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য প্রকাশ্যে এল আজ দুপুরে। যখন ধর্মনগরে মহকুমা শাসকের অফিস কমপ্লেক্সে খবর সংগ্রহে গিয়ে এক সাংবাদিক দালালের হাতে আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ আসছিল অফিস প্রাঙ্গণে কিছু দালাল অবৈধভাবে মোটা টাকার বিনিময়ে ভারতের বাইরে থেকে আসা বাংলাদেশি নাগরিকদের আধার কার্ড ও অন্যান্য নথিপত্র তৈরি করে দিচ্ছে।

আজ, ১১ আগস্ট দুপুর প্রায় ১টার সময়, ওই অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন সাংবাদিক তদন্তে যান মহকুমা শাসকের অফিসে, যেখানে দালালদের সক্রিয় আস্তানা রয়েছে বলে অভিযোগ। সেখানে সাংবাদিকদের সামনে পড়ে যায় অভিযুক্ত দালাল বিজন ঘোষ। সাংবাদিকদের দেখে সে পালিয়ে গিয়ে একটি কক্ষে ঢোকে।

তদন্তে থাকা সাংবাদিক পার্থসারথি দাস যখন তার পরিচয় জানতে চান, তখনই বিজন ঘোষ সবার সামনে তার উপর চড়াও হয়। শুধু তাই নয়, তার হাত থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং পালানোর উদ্যোগ নেয়। তবে অন্যান্য সাংবাদিকরা তাকে আটক করে একটি স্থানে বসিয়ে রাখেন এবং ধর্মনগর থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে নবনিযুক্ত ওসি মিনার দেববর্মা দ্রুত পদক্ষেপ নেন। থানার আধিকারিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আক্রমণকারী বিজন ঘোষকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য সরকারি অফিস প্রাঙ্গণে দালালদের এমন দৌরাত্ম্য এবং সংবাদকর্মীর উপর প্রকাশ্য হামলা প্রশাসনের ব্যর্থতারই প্রমাণ। এখন প্রশ্ন উঠছে, দীর্ঘদিন ধরে চলা এই অবৈধ চক্রের মূল হোতারা কে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কতটা কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

ত্রিপুরার জনজাতি সমাজের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়ন ও জনজাতি মোর্চার সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সর্বভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী বিএল সন্তোষের সঙ্গে বৈঠক করলেন জনজাতি মোর্চার নেতৃত্বগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট:ত্রিপুরার জনজাতি সমাজের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়ন ও জনজাতি মোর্চার সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দিল্লিতে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বিজেপির সর্বভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী বি এল সন্তোষের সঙ্গে ত্রিপুরার একঝাঁক উপজাতি সমাজের নেতারা গুরুত্বপূর্ন আলোচনা করেন। বৈঠকের মূল বিষয় ছিল জনজাতি মোর্চাকে আরও শক্তিশালী করা এবং আসন্ন নির্বাচনে কার্যকর রণকৌশল নির্ধারণ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও প্রগতিশীল নেতা বিকাশ দেববর্মা, ত্রিপুরা প্রদেশ জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনজাতি মোর্চার নেতৃবৃন্দ।

সংলাপে দীর্ঘ ৩৫ বছর শাসন করা সিপিআইএম ও কংগ্রেস সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার জনজাতি অংশের মানুষদের প্রতি বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এছাড়াও, উপজাতি সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

নেতারা উপজাতি সমাজের সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আগামী দিনের উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দিল্লি থেকে অনুষ্ঠিত বৈঠককে ত্রিপুরার উপজাতি মানুষের স্বপ্নপূরণ ও উন্নয়নের নতুন পথ তৈরির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ক্ষুদিরাম বসুর ১১৮তম আত্মবলিদান দিবস পালন করল ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটি

আগরতলা, ১১ আগস্ট: আজ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৮তম আত্মবলিদান দিবস। প্রতিবছরের মতো আজকেও ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান দিবস পালন করেছে ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটি।

আজ সকালে কমিটির উদ্যোগে এক র‍্যালি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরবর্তীতে উজ্জয়ন্ত প্রসাদের সামনে ক্ষুদিরাম বসুর মর্মর মূর্তির পাদদেশে এসে এই র‍্যালীর সমাপ্তি ঘটে। দিনটিকে সামনে রেখে ক্ষুদিরাম বসুর মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কমিটির সদস্যরা। পরে সেখানেই এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির জনৈক সদস্য বলেন, আজকের দিনেও পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার লড়াইয়ে বীর বিপ্লবী
ক্ষুদিরাম বসু আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। প্রতিবছরের মতো এবারও ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস পালন করা হয়েছে কমিটির উদ্যোগে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও ক্ষুদিরাম বসু যে কারণে আত্ম বলিদান দিয়েছিলেন তা অপূরণীয় রয়ে গেছে। তাই, ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ সহ প্রত্যেককে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান করেন তিনি।

বাংলাদেশী সন্দেহে কৈলাসহরে আটক এক ব্যক্তি

আগরতলা, ১১ আগস্ট : আজ দুপুরে উনকোটি জেলার কৈলাসহর কোর্ট মার্কেট এলাকায় বাংলাদেশী নাগরিক সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করে স্থানীয়রা। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরের দিকে ওই ব্যক্তি কোর্ট মার্কেট এলাকায় গামছা বিক্রি করতে আসে। কথোপকথনের সময় তাঁর আচরণে অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি জানান, তাঁর নাম সেলিম শেখ, বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। তবে তাকে প্রশ্ন করলো সে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম, দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম, স্থানীয় থানার নাম কিংবা এলাকার বিধায়কের নামকোনো তথ্যই তিনি জানেননা বলে জানান। এতে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে তিনি বাংলাদেশী নাগরিক হতে পারেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ব্যক্তির কাছে কোনো বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাঁকে কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এ বিষয়ে থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তাঁর প্রকৃত পরিচয় যাচাইয়ের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে।এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই প্রশাসনের কাছে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

শ্রাবণের শেষ সোমবারে ভক্তদের বিশেষ পূজার্চনা

আগরতলা, ১১ আগস্ট: আজ শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। ভক্তি ভরে রাত জেগে মহাদেবের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন শিবভক্তরা। রবিবার রাত থেকে শুরু হয় পায়ে হেঁটে ভোলানাথের নাম জপ করতে করতে সুদূর হাওড়া নদী থেকে জল এনে পূজার্চনার কর্মসূচি। গোটা রাত জেগে হাওড়া নদী থেকে জল এনে শিবের মাথায় সেই জল ঢেলে বিশেষ পূজার্চনা করেছেন ভক্তরা। কথিত আছে, শ্রাবণ মাসে শিবের আরাধনায় ব্রতী হলে বিশেষ পুণ্য অর্জন হয়। আর শ্রাবণের শেষ সোমবারে শিব ভক্তদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনাই লক্ষ্য করা যায়। শ্রাবণের শেষ সোমবারে শিবের আরাধনা হিন্দু ধর্মে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। শ্রাবণ মাস শিবের প্রিয় মাস হিসেবে ধরা হয়, আর সোমবার শিবপূজার জন্য শুভ বলে বিবেচিত। বিশ্বাস করা হয় যে শ্রাবণের শেষ সোমবারে শিবপূজা করলে বছরের সমস্ত সোমবারের পূজার সমান ফল লাভ হয়।

পর্যটন বৃদ্ধির জন্য মিজোরাম সরকারের সাথে মউ স্বাক্ষর আইআরসিটিসির, শীঘ্রই মিজোরামের রাজধানী শহরে রেলওয়ের পরিষেবা শুরু

মালিগাঁও, ১১ আগস্ট: মিজোরামের রাজধানী শহর আইজল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেললাইন প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে প্রথমবারের মতো ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে চলেছে। রাজধানী সংযোগ প্রকল্পের অংশ হিসেবে গৃহীত এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো মিজোরামের জন্য ভ্রমণ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে। একবার চালু হলে, রেল পরিষেবা আইজল থেকে অল্প দূরে সাইরাং পর্যন্ত প্রসারিত হবে, যার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য রাজ্যে যোগাযোগের সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।

এই রূপান্তরমূলক বিকাশের প্রত্যাশায়, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি) রাজ্যের অন্তর্মুখী এবং বহির্গামী উভয় পর্যটনকে উন্নীত করার জন্য আগস্ট ২০২৫-এ মিজোরাম সরকারের সাথে দুই বছরের মউ স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির অধীনে, আইআরসিটিসি ফ্রন্ট-এন্ড মার্কেটিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে, যখন মিজোরাম ট্যুরিজম পর্যটন লজ সহ পর্যটন পরিকাঠামোতে প্রবেশাধিকার প্রদান করবে এবং কিউরেটেড ট্র্যাভেল প্যাকেজ ডিজাইন করার জন্য আইআরসিটিসির সাথে কাজ করবে। এই সহযোগিতার লক্ষ্য মিজোরামের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সহ পরিবহন, আবাসন, দর্শনীয় স্থানগুলির ব্যবস্থা করার জন্য লোকাল ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের বিকাশ করা। এর মধ্যে রয়েছে উৎসবের রঙিন সাজসজ্জা, যেখানে সম্প্রদায়গুলি ভোজ, বেম্বো ডান্স, পারম্পরিক লোকসঙ্গীত এবং অর্থপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একত্রিত হয়। সাংস্কৃতিক উৎসবের বাইরেও, মিজোরাম সমৃদ্ধ পর্যটন স্থলীও অফার করে, যেখানে পান্না উপত্যকা, সবুজ পাহাড়, নির্মল জলপ্রপাত এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। রাজ্যটি অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে দ্রুতভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এর উষ্ম আতিথেয়তা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য পরিচিত। এই উপাদানগুলি একসাথে মিজোরামের অপার সম্ভাবনার উপর জোর দেয়, যা এমন একটি গন্তব্যর দিশায় আছে যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থায়ীত্ব, অভিজ্ঞতামূলক পর্যটন উভয়কেই উদযাপন করে।

এই চুক্তিটি আইআরসিটিসি-র 'ডিসকভার এনই বিয়ন্ড গুয়াহাটি" প্রোগ্রামের অধীনে একটি বিশেষ পর্যটন ট্রেন চালু করারও পরিকল্পনার অনুরূপ, যার মধ্যে আইজলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিষেবাটি ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পর শীঘ্রই চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা বাজেট-বান্ধব পর্যটন এবং স্থায়ী ভ্রমণ অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। উন্নত রেল যোগাযোগ এবং যৌথ পর্যটন প্রচার পদক্ষেপ একসাথে মিজোরামকে আরও বিস্তৃত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারের জন্য উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত, যার ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হবে, এবং এই প্রক্রিয়ায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জ্যাকসন গেইটস্থিত একদন্ত সামাজিক সংস্থার গনেশ পূজার খুঁটি পূজা সম্পন্ন আজ

আগরতলা, ১১ আগস্ট: জ্যাকসন গেইটস্থিত একদন্ত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে তৃতীয় বছরে পা দিয়েছে গনেশ পূজা। আজ ক্লাব কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গনেশ পূজার খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্যে গত বেশ কয়েকবছর ধরেই ঘটা করে গনেশ পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। বেশ কিছু বড় বাজেটের পুজোরও আয়োজন হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাজধানীর জ্যাকসনগেটস্থিত একদন্ত সামাজিক সংস্থার গণেশ পূজা। সোমবার তাদের খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুঁটি পূজাকে কেন্দ্র করে সংস্থার সদস্য সদস্যা সহ এলাকার জনগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ক্লাবের সদস্যরা জানিয়েছেন, আগামী ২৭-২৮-২৯ আগস্ট তিনদিনব্যাপী রাজ্যবাসিকে এক শ্রেষ্ঠ গনেশ পূজা উপহার দেওয়া হবে। থাকবে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরেও থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবমিলিয়ে পূজা মন্ডপে জনগণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের উপযুক্ত সম্মানী ও পেনশন সুবিধা প্রদানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের উপযুক্ত সম্মানী ও পেনশন সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, যেখানে বিধানসভার সদস্য (এমএলএ), সংসদ সদস্য (এমপি) ও মন্ত্রীরা তাঁদের জনসেবার জন্য যথোপযুক্ত সম্মানী ও পূর্ণাঙ্গ পেনশন সুবিধা পান, সেখানে স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা এ ধরনের ন্যায্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে সম্মানজনক ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে, স্থানীয় প্রতিনিধিরা আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে কাজ করতে পারবেন। এতে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের শিকড় আরও দৃঢ় হবে। ন্যায্য ও মর্যাদাপূর্ণ সম্মানী প্রলোভন ও বহিঃপ্রভাব থেকে রক্ষাকারী ঢাল হিসেবে কাজ করবে, যা আমাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সততা অটুট রাখবে। অনেক সক্ষম ব্যক্তি জীবিকার ক্ষতি হওয়ার ভয়ে স্থানীয় সংস্থায় কাজ করতে অনিচ্ছুক। যুক্তিসঙ্গত সম্মানী শিক্ষিত ও উদ্যমী তরুণ এবং অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করবে, যা শাসনব্যবস্থার মান উন্নত করবে।

চিঠিতে তিনি আরো উল্লেখ করেন, পেনশন সুবিধা শুধু অবসরের পর নিরাপত্তা দেয় না, বরং অভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে, যা সংকটময় সময়ে অমূল্য অবদান রাখে। সমান দায়িত্বের জন্য সমান সম্মান দেওয়া মৌলিক নীতি। যদি এমএলএ, এমপি ও মন্ত্রীরা তাঁদের জনসেবার জন্য সম্মানিত হন, তবে তৃণমূলে সরাসরি দায়িত্বপালনকারী স্থানীয় প্রতিনিধিদেরও অনুপাতে মর্যাদা ও সুবিধা পাওয়া উচিত। তাই এই বিষয়টিকে বিবেচনা করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

নিয়োগের দাবিতে ফের ফায়ার সার্ভিসের ডাইরেক্টরের দ্বারস্থ চাকুরী প্রার্থীরা

আগরতলা, ১১ আগস্ট: আজ ফের নিয়োগের দাবিতে ফায়ার সার্ভিসের ডাইরেক্টর এর দ্বারস্থ হলেন চাকুরী প্রার্থীরা। নিয়োগের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তারা।

চাকরিপ্রার্থীরা জানান, ২০২২ সালে ফায়ার সার্ভিসে নিয়োগের একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী রাজ্যের প্রচুর বেকার চাকুরী প্রার্থীরা আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে এর ফিজিক্যাল পরীক্ষাও হয়। কিন্তু সেই পরীক্ষার ফলাফল এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া আর সম্পূর্ণ করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে দপ্তরে যোগাযোগ করলে জানা যায়, কোন এক বিশেষ কারণে এই পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পুনরায় পরীক্ষার মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু বর্তমানে ২০২৫ সালের অর্ধেক শেষ হয়ে গেলেও ফায়ার সার্ভিসে নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো সম্পূর্ণ করা হয়নি। বারবার ফায়ার এ্যান্ড ইমারজেন্সি সার্ভিসের ডাইরেক্টর এর নিকট দেখা করলে তিনি গোটা বিষয়টি এফআরবিটির উপর ছেড়ে দেন বলে অভিযোগ।

চাকুরী প্রার্থীদের আরো অভিযোগ, তাদেরকে জানানো হয়েছিল এফআরবিটি যদি চায়, তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে এতগুলি বছর ধরেও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

স্বাস্থ্য দপ্তর ও এটিজিডিএ-এর উদ্যোগে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এর উদ্যোগে, অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, ঊনকোটিজেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের সহায়তায় সমরুরপাড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন মনুভ্যালি পঞ্চায়েত অফিস মাঠে গত ৯ আগস্ট এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এইশিবিরের উদ্বোধন করেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, উপস্থিত ছিলেন মনুভ্যালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিতেশ দিগার, ঊনকোটি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সঞ্জয় রুদ্র পাল, উনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ রোহন পাল, ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির সহকারী প্রকল্প অধিকর্তা ও অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ঊনকোটি বিভাগের সভাপতি ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ, ঊনকোটি জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ সন্দীপন ভট্টাচার্য, অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ঊনকোটি বিভাগের সচিব ডাঃ অরূপ চক্রবর্তী, সমরুরপাড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ রিয়া ভদ্র।

এদিন উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ৬৭৩ জন গ্রামবাসী বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষারসুযোগ লাভ করেন। পাশাপাশি এই স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। এর মধ্যে ইসিজি করা হয়,১৫ জনের, এক্স-রে করা হয় ৪৫ জনের, যক্ষ্মারোগ সনাক্তকরণেসন্দেহভাজন ৫ জনেরজন্য কফের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, মোট ১১৫ জনের এইচআইভি এবং ভিডিআরএল পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়, তাতে সকলেরই রিপোর্টনেগেটিভ ছিল। হেপাটাইটিসসনাক্তকরণে মোট ১২৪ জনের এইচবিএসএজি এবং এইচসিভি পরীক্ষা করা হয়, তাতে সকলের ফলাফলই নেগেটিভ ছিল। এছাড়াও ১২৪ জনের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হয়, তাতে এক জনের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সাত (৭)এর কম পাওয়া যায়। এছাড়াও উক্ত শিবিরে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান-এ মোট ৩৮ জন গর্ভবতী মায়ের অ্যান্টি নেটাল চেকআপ করা হয় এবং প্রত্যেক মাকে সুষম সহায়ক পুষ্টিকর আহার হিসেবে পুষ্টিকর ফুড প্যাকেট প্রদান করা হয়।

উক্ত শিবিরে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে ডাঃ মহেন্দ্র দেববর্মা (মেডিসিন), ডাঃ নীলোৎপল চাকমা (সার্জারি), ডাঃ উত্তম কুমার ভট্টাচার্য (অপথালমোলজি), ডাঃ শ্রীবাস দাস (পেডিয়াট্রিক), ডাঃ দেবলীনা দে (ইএনটি), ডাঃ অমিত পাল (প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ), ডাঃ টি.আর. রামকুমার (অর্থোপেডিক্স), ডাঃ মানিক জমাতিয়া (ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন), ডাঃ পুলক চাকমা (ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উনকোটি জেলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে ডাঃ প্রীতম দেবনাথ (মেডিসিন), ডাঃ রাকেশ দাস (মেডিসিন), ডাঃ সৌরভ লোধ (সার্জারি), ডাঃডি.কে.পাল (অপথালমোলজি), ডাঃ অরূপ চক্রবর্তী (ইএনটি), ডাঃ চিরঞ্জীব দেব (প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ), ডাঃ নির্মল দেববর্মা (অর্থোপেডিক্স), ডাঃ কিশান দেববর্মা (মনরোগ), ডাঃ বিপাশা দাস (ডেন্টাল সার্জন), ডাঃ দ্বৈপায়ণ রায়, ডাঃ সুমঙ্গল সরকার ও ডাঃ আলিশা দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরকে সাফল্যমন্ডিত করতেউনকোটি জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্সিং অফিসারসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারাবিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালেপ্রাপ্ত পরিষেবাগুলি যাতে গ্রামস্তরের মানুষও পেতে পারে সেই লক্ষ্যেই এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় আগামীদিনেরাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের পরিকল্পনা রয়েছে বলে অলত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। আজকের এই স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমেএলাকার গ্রামবাসীরা বিনামূল্যেবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারাস্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছেন।

৫০০ টাকার বেশি কোন ক্লাবকে চাঁদা দেবেন না রাবার ব্যবসায়ীরা, বার্তা রাবার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের

আগরতলা, ১১ আগস্ট: দুর্গাপূজায় ৫০০ টাকার বেশি কোন ক্লাবকে চাঁদা দেবেন না রাবার ব্যবসায়ীরা। শান্তিরবাজারে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান থেকে বার্তা দিলেন রাবার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা। সারা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ জেলায় রক্তের সংকট মেটাতে শান্তির বাজার মহকুমা রাবার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে আজকের এই মহতী রক্তদান শিবিরের শুভ সূচনা করেন পি টি জি এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পুরো পরিষদের পুরো মাতা স্বপ্ন বৈদ্য, শান্তির বাজারে পুরো পরিষদের ভাই চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, রাবার বোর্ড অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুব্রত সাহা, রাবার বোর্ড অ্যাসোসিয়েশনের শান্তিরবাজার মহকুমা সম্পাদক সুব্রত মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আলোচনা করতে গিয়ে বলেন রক্তদান একটা মানবিকতার প্রকাশ। তাই রাজ্যের প্রত্যেকটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন দলমত নির্বিশেষে রক্তদানে এগিয়ে আসার পাশাপাশি যুব সমাজকে রাজ্যে রক্তের সংকট মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়ার পরামর্শ দেন।

অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত সাহা জানান, এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিন প্রত্যেকটা মহকুমায় জারি থাকবে, বিগত দিনও এই সংগঠন বস্ত্র দান এবং বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে সাহায্যের হাতে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সংগঠনের সম্পাদও আরো জানান এখন তারা নানার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে একদিকেই জিএসটি ছাড়া কালোবাজারি করে যাচ্ছেন কিছু রাবার ব্যবসায়ী অপরদিকে দুর্গা পুজো এলেই তাদের উপরে চাঁদা জুলুম করেন বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জের কিছু ক্লাব এমনটাই অভিযোগ। তার পাশাপাশি চুরাইবারি গাড়ি চেকিং এর জন্য দুটি ক্যানিং মেশিন বসানোর জন্য দাবি জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিকট। আজকের রক্তদান শিবিরে ৩০ জন রাবার ডিলার স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসেন। আজকের এই কর্মসূচি কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল।

৬ আগরতলায় 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি উপলক্ষ্যে স্থানীয়দের হাতে পতাকা তুলে দিলেন বিজেপি নেত্রী পাপিয়া দত্ত

আগরতলা, ১১ আগস্ট: আজ হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে অংশ গ্রহন করলেন বিজেপি প্রদেশ সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত। এদিন ৬ আগরতলার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে জনগণের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছেন তিনি।

৬ আগরতলা ১১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ১৫ আগস্ট উপলক্ষে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান করা হয় আজ। সেই অভিযানের ভিত্তিতে ৬ আগরতলার ১১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্বরা।বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি প্রদেশ সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালনে দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন। মূলত দেশের প্রতি, জাতীয় পতাকার প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ করা করেছে বিজেপি। বিশেষ করে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর এর গুরুত্ব আরো অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাই এই বিশেষ উদ্যোগে ৬ আগরতলার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হবে। আগামীকাল পর্যন্ত এই অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন পাপিয়া দত্ত। এদিনের এই অভিযানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা।

ক্রীড়াঙ্গন

পর্বত আরোহণকারী ত্রিপুরার গর্ব পিয়ালী দেব সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পর্বত আরোহনকারী পিয়ালী দেব কে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অভিযাত্রী পিয়ালী দেবকে বিশেষ ভাবে সংবর্ধিত করা হয়েছে।

ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুসে ত্রিপুরা থেকে প্রথম আরোহনকারী পিয়ালী দেব, অ্যাডভেঞ্চার জগতে এক নতুন আইকন। উইকেন্ড ডু ইট-এর একজন সদস্যা ত্রিপুরার গর্ব পিয়ালী দেব গত ৩রা আগস্ট, রাশিয়ার সময় ভোর ৬টায় ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুসে সফলভাবে আরোহন করেছেন।

বিশ্বের সেভেন সামিটস-এর অন্যতম এই শৃঙ্গ জয়ের মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরার প্রথম নারী হিসেবে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়েছেন। আজ দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পর্বত আরোহনকারী পিয়ালী দের তাঁর অভিযাত্রার গল্প, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিতভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। এই অনুপ্রেরণামূলক যাত্রায় পূজা দাস, দেবশ্রী দাস দেববর্মা, আম্রপালি দেব সহ অন্যদের নিয়ে গঠিত বিশেষ সংগঠন থেকেও পিয়ালীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। আগামী দিনে তাঁর আরও অনেক স্বপ্ন পূরণে এই সংগঠন অনুপ্রাণিত করবে। যার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে পিয়ালী পর্বত আরোহণের মতো বিভিন্ন অভিযানে সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা অঙ্কন ভৌমিক এবং রাজ্যের অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক তথা বডি বিল্ডারস এন্ড ফিজিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রাজ্যে প্রথম সিনিয়র আরবিটারের পরীক্ষা ও সেমিনার ২১ আগস্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যে এবারই প্রথম। অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সিনিয়র জাতীয় আরবিটারের (এস আই এ)সেমিনার এবং পরীক্ষা। দুদিন ব্যাপী ওই সেমিনার এবং পরীক্ষা শুরু হবে ২১ আগস্ট। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার ১৭ জন সহ সারা দেশ থেকে ৪৩ জন ওই সেমিনার এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। দুদিন ব্যাপী সেমিনার হবে আগরতলা লায়ন্স ক্লাবে। নবাগত এই আরবিটরদের সেমিনার এবং পরীক্ষা নিতে রাজ্যে আসবেন আন্তর্জাতিক আরবিটর স্বপ্নীল বনসুদ। ওই সেমিনার এবং পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে রবিবার সন্ধ্যার পর রাজ্য সংস্থার কার্যকরী কমিটির সদস্যরা এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় সভা। তাতে রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক উপস্থিত না থাকলেও টেলিফোনে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেন ভিনরাজ্য থেকে যে সকল খেলোয়াড়রা আরবিটর সেমিনার এবং পরীক্ষায় আসবে তাঁদের যাতে কোনও রকম অসুবিধে না হয়।

সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য। জানা গেছে প্রায় ৮০ হাজার টাকা খরচ হবে ওই সেমিনারে। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ বলেন, রাজ্যে মাত্র সাতজন আরবিটার প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছেন। আমাদের আরও আরবিটার দরকার। এই সেমিনার থেকে আমরা ভালো সংখ্যক আরবিটার পাবো তা বিশ্বাস করি। এরপর আর খেলা চালাতে আমাদের অসুবিধা হবে না। প্রথম বর্ষ সুযোগ পাওয়া ও সেমিনার কে আমরা সুষ্ঠু ও সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর। এদিকে সেমিনারে অংশ নেওয়া সকলকে টি-শার্ট দেওয়া হবে রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে।

‘পারফর্ম করলে কেন অবসর নেবে?’

রোহিত-বিরাটের ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা সৌরভের

ইংল্যান্ড সফরে শুভমান গিলদের দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরই রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দু'জনেই টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছেন আগেই। ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্টকেও বিদায় জানান তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে আলোচনা চলছে, ওয়ানডে ক্রিকেট থেকেও কি এবার অবসর নিতে চলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই সুপারস্টার?দু'বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ। রোহিত, বিরাটকে কি বিশ্বকাপে ভাবা হবে? গত কয়েক দিন ধরে প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করছে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও প্রশ্নটা করা হয়েছিল। যে প্রসঙ্গে রবিবার এক ইভেন্টে সৌরভ বলেন, "এটা নিয়ে আমি খুব একটা কিছু জানি না। তাই কোনও মন্তব্য করতে পারব না। কে খেলবে আর কে খেলবে না, সেটা বলা খুব কঠিন। তবে ওরা যদি ভালো পারফর্ম করে, তাহলে কেন খেলবে না? ভালো খেললে অবশ্যই ওদের খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত। ওয়ানডে ক্রিকেটে বিরাটের রেকর্ড দুর্ধর্ষ। রোহিতেরও তাই। দু'জনেই সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত।আসন্ন এশিয়া কাপেও ভারতকে ফেভারিট হিসেবেই বাছলেন সৌরভ। সেপ্টেম্বরের শুরুতে এশিয়া কাপ শুরু হবে। সৌরভ বলেন, "ভারত প্রচণ্ড শক্তিশালী টিম। লাল বলে যতটা শক্তিশালী, সাদা বলের ক্রিকেটে তার চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী দল ভারত। আমার মতে, এশিয়া কাপে ফেভারিট ভারতই। বিশেষ করে দুবাইয়ে যেরকম উইকেট হয়, সেখানে ভারতকে হারানো খুব কঠিন।"উঠল অভিমন্যু ঈশ্বরণের প্রসঙ্গও। গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডে রাখা হচ্ছে বঙ্গ ওপেনারকে অস্ট্রেলিয়ার পর এবার ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের স্কোয়াডে ছিলেন তিনি। কিন্তু একটা ম্যাচেও সুযোগ পাননি। অথচ অভিমন্যু ভারতীয় স্কোয়াডে আসার পর থেকে জনা পনেরো ক্রিকেটারের অভিষেক হয়ে গিয়েছে তবু বঙ্গ ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। অনেকেই বলাবলি করছেন, ইংল্যান্ডে সুযোগ পাওয়া উচিত। ছিল অভিমন্যুর। সৌরভের আশা, দ্রুত ভারতীয় টেস্ট টিমে সুযোগ পাবেন অভিমন্যু। ওপেনিংয়ে লোকেশ রাহুল আর যশস্বী জয়সওয়াল মোটামুটি নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছে। তবে তিন নম্বর স্লট এখনও চিন্তা রয়েছে।ইংল্যান্ডে তিন নম্বরে কখনও সাই সুদর্শন খেলেছেন, কখনও আবার করুণ নায়ার। সৌরভের মনে হচ্ছে, টেস্টে ওই তিন নম্বর স্লটে অভিমন্যুকে খেলানো যেতে পারে। সৌরভ বলেন, "ওর বয়স কম। ফলে অভিমন্যুর কাছে সময় রয়েছে। আমি নিশ্চিত ও টেস্টে ঠিক সুযোগ পাবে।

তবে সুযোগ এলে, সেটা কাজে লাগাতে হবে ওকে। পারফর্ম করতে হবে। ইংল্যান্ড সফর দেখি, তাহলে ওপেন থেকে শুরু করে চার-পাঁচ-ছয় নম্বরে ভারতের সব ব্যাটারই রান করেছে। শুধু তিন নম্বর জায়গাটা ঠিকঠাক করে নিতে হবে।"মহম্মদ সিরাজকে নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত সৌরভ। পুরো সিরিজ ধরে দুর্ধর্ষ বোলিং করেন সিরাজ। সাধারণত লম্বা টেস্ট সিরিজের শেষদিকে পেসাররা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সিরাজকে দেখে সেটা একবারের জন্য বোঝা যায়নি। ওভাল টেস্টের শেষদিনও নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেন। সেই টেস্টে জসপ্রীত বুমরা ছিলেন না। ভারতীয় পেস অ্যাটাককে নেতৃত্ব দেন সিরাজ। ম্যাচের নায়কও তিনি। ভারতীয় পেসার সম্পর্কে সৌরভ বলছিলেন, "সিরাজ এখন রোল মডেল। ইংল্যান্ডে যেভাবে বোলিং করল, সেটা দেখে দারুণ লেগেছে। ওভাল টেস্টের শেষ দিনের কথাই ধরুন। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে। হৃদয় দিয়ে বোলিং করেছে। ভারতীয় টিমের বোলিং অ্যাটাককে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা যে ওর আছে, সেটা সিরাজ বুঝিয়ে দিয়েছে। ইংল্যান্ড সফরে সিরাজ প্রমাণ করে দিয়েছে, ওকে টিমের কতটা দরকার।"

নামতে নামতে ১৩৩ নম্বরে, ৯ বছরে সবচেয়ে নীচে ভারতীয় ফুটবল ! ফিফার ঘাড়ে দায় ঠেললেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ

ক্রমশ খারাপ হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের অবস্থা। ফিফা ক্রমতালিকায় নেমেই চলেছে তারা। নামতে নামতে এখন ভারত ১৩৩ নম্বরে। গত ৯ বছরে ফিফা ক্রমতালিকায় সবচেয়ে নীচে নেমেছে ভারতীয় ফুটবল। এর দায় কার? সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার (এআইএফএফ) সভাপতি কল্যাণ চৌবে দায় ঠেলেছেন ফিফার ঘাড়েই। তাঁর মতে, ফিফার নীতির কারণেই নাকি ক্রমতালিকায় পিছিয়ে যাচ্ছে ভারত।ক্রমতালিকায় কোন দল কোথায় থাকবে তা ঠিক হয় 'এলো' মডেলের ভিত্তিতে। সেখানে শুধু বর্তমান নয়, প্রতিটা দলের অতীতের পারফরম্যান্সও খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি যে দলের বিরুদ্ধে খেলা হচ্ছে, সেই দলের র‍্যাঙ্কিংও গুরুত্ব পায়। এই পদ্ধতিকেই দায়ী করেছেন কল্যাণ। তিনি বলেন, "ফিফা র‍্যাঙ্কিং ঠিক করার সময় কোনও দলের অতীতের পারফরম্যান্সও দেখা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে পয়েন্ট যোগ-বিয়োগ হচ্ছে। কোনও দল কতগুলো ম্যাচ খেলল, কার কার বিরুদ্ধে খেলল, তাদের র‍্যাঙ্কিং কোথায়, সব দেখা হচ্ছে। তাই আমরা নামছি। আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম তখন ভারত ছিল ৯৯ নম্বরে। দু'বছরে আমরা ১৩৩ নম্বরে নেমে গিয়েছি।"কল্যাণের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান, সিরিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে হেরেছিল ভারত। সেই হার ভারতকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। শক্তিশালী দলকে হারাতে পারলে বা ড্র করলে যেমন পয়েন্ট অনেকটা বাড়ে, তেমনই তাদের কাছে হারলে পয়েন্ট অনেক কমে। সেই ধাক্কা খেয়েছে ভারত। পাশাপাশি মানোলো মার্কেজ কোচ থাকাকালীন গত দু'বছরে আটটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে একটাও জিততে পারেনি ভারত। তারও প্রভাব পড়েছে। ফলে পয়েন্ট তালিকায় পতন হয়েছে সুনীল ছেত্রীদের।সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি জানিয়েছেন, ফিফা প্রথম ক্রমতালিকা প্রকাশের পর থেকে ভারতীয় ফুটবলের উত্থান-পতন হয়েছে। একমুখী গ্রাফ কখনও দেখা যায়নি। তিনি বলেন, "১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে যখন ফিফা প্রথম ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছিল, তখন ভারতের র‍্যাঙ্কিং ছিল ১৪৩। সেখান থেকে ১৯৯৬ সালে আমরা ৯৪ নম্বরে উঠেছিলাম। আবার ২০১৫ সালে ১৭৩ নম্বরে নেমে গিয়েছিল। তার তিন বছর পর আবার ৯৭-এ উঠেছিলাম। এই ছবিটা বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমাদের উত্থান-পতন হয়েছে।"এই প্রসঙ্গে আইএসএল-সহ ভারতের ঘরোয়া লিগগুলোকেও নিশানা করেছেন কল্যাণ। তাঁর মতে, পরিকাঠামো-সহ বিভিন্ন দিকে উন্নতি করলেও তার ফল পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, "গত ১০ বছরে ভারতের ঘরোয়া ফুটবলের উন্নতি হয়েছে। ভাল স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে। পেশাদার ক্লাব তৈরি হয়েছে। বেতন বেড়েছে। আইএসএল এখন এশিয়ার সেরা লিগগুলোর মধ্যে একটা। কিন্তু লাভ কী হয়েছে? তার প্রভাব তো জাতীয় দলের খেলায় চোখে পড়ছে না। সেটাই চিন্তার কারণ।"ভারতীয় ফুটবলে ডামাডোল তৈরি হয়েছে। আগামী মরসুমে আইএসএল হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। লিগের ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেও কোনও সমাধান বার করতে পারেনি এআইএফএফ। বাইচুং ভুটিয়ার মতো প্রাক্তন ফুটবলার ক্রমাগত কল্যাণ-সহ ফুটবলকর্তাদের নিশানা করছেন। কয়েক দিন আগে ভারতীয় ফুটবলের কোচ বদল হয়েছে। খালিদ জামিলকে দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব। এখন দেখার খালিদের হাত ধরে কল্যাণের মুখে হাসি ফোটে কি না।

রাজ্যের ষষ্ঠ ফিডে আরবিটারের সম্মান পেলেন পান্না আহমেদ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের ষষ্ঠ ফিডে আরবিটারের সম্মান পেলেন পান্না আহমেদ। ৫৪ বছর বয়সে পান্না আহমেদ শিলংয়ে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ফিডে আরবিটারের পরীক্ষায় বসে ছিলেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি।এর আগে বিশ্বজিৎ নাগ, মিটন গোপ, নির্মল দাস, বিনয় সিনহা এবং সুলেখা দাস ওই সম্মান পেয়েছিলেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক আরবিটার হিসেবে রাজ্যে রয়েছেন প্রদীপ কুমার রায় এবং অনুপম ভট্টাচার্য্য। সোমবার এক সাক্ষাৎকারে পান্না আহমেদ বলেন, এখন আমার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক আরবিটারের সম্মান পাওয়া। সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাব আমি। পান্না আহমেদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ সহ রাজ্য দাবা সংস্থার কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

বারবার ফোন করছেন বিরাট-এবি! ছত্তিশগড়ের যুবক ভাবলেন বন্ধুদের মশকরা, তারপর

প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে মণীশ বিসি। কিন্তু তাঁর ফোনে সমানে কল করে চলেছেন বিরাট কোহলি, এবি ডি'ভিলিয়ার্স! প্রথমটায় মণীশ ভেবেছিলেন, বন্ধুরা ঠাট্টা-ইয়ার্কির ছলে নাম ভাঁড়িয়ে ফোন করছেন। কিন্তু তেমনটা মোটেই নয়! বাস্তবিকই বিশ্বের তাবড় ক্রিকেটাররা ফোন করছেন ছত্তিশগড়ের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাকে। কিন্তু কেন?ছত্তিশগড়ের মাদাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা মণীশ। তাঁর বাবা গজেন্দ্র পেশায় কৃষক। মাসখানেক আগে নতুন একটি সিম নেন মণীশ। তারপর থেকেই 'সমস্যা' শুরু। একদিন হঠাৎ মণীশের কাছে অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। উলটোদিকের ব্যক্তি নিজের পরিচয় দেন বিরাট কোহলি হিসাবে। প্রথমটা চমকে গেলেও মণীশের ধারণা হয়, তাঁর বন্ধুরা মজা করে এমনটা করছেন। তাই বন্ধু ভেবে বিরাটের সঙ্গেও পালটা মশকরা করে বসেন ছত্তিশগড়ের যুবক ও তাঁর বন্ধু খেমরাজ।কেবল বিরাটেই শেষ নয়। পরবর্তীকালে ডি'ভিলিয়ার্স, তারকা পেসার যশ দয়ালেরও ফোন পান মণীশ। একইভাবে তাঁদের সঙ্গেও মজার ছলে কথা বলে বিষয়টি উড়িয়ে দেন। এভাবে বেশ কয়েকদিন চলার পর মণীশকে ফোন করেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাটিদার। তিনি বলেন, মণীশ যে সিমটি ব্যবহার করছেন সেটা আসলে তাঁর। তাই মণীশ যেন সিমটি ফেরত দেন। সেটাও প্রথমে বিশ্বাস করেননি ছত্তিশগড়ের যুবক। পরে পুলিশ এসে বোঝায়, মোটেই মশকরা নয়। আদতেই ওই সিমটি রজতের ছিল। তবে ৯০ দিন ওই সিম ব্যবহার করেননি তিনি। তাই নতুন গ্রাহক অর্থাৎ মণীশকে ওই সিম দেওয়া হয়েছে।গোটা ঘটনাটিকে সিনেমার মতো লাগছে মণীশ এবং তাঁর পরিচিতদের। খেমরাজ বলেন, "আমি কোনওদিন ভাবিনি বিরাটের সঙ্গে কথা বলব। ডিভিলিয়ার্স ইংরাজিতে কথা বললেন, কিছু বুঝতে পারিনি কিন্তু দারুণ লেগেছিল।আসলে মণীশের কাছে ফোন এলেই ও আমাকে ধরিয়ে দিত।" তবে মোবাইল কোম্পানির সামান্য ভুলে আজ গোটা গ্রামে খুশির হাওয়া।

রাজধনের গোলে জয়ে ফিরলো বুলেটস টুর্নামেন্টে প্রথম পরাজয় কল্যাণ সমিতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের মধ্যে থাকা এবং অপরাজয়ের ধারা অখুন্ন রাখার মধ্য দিয়েই এগোচ্ছে নাইন বুলেটস। মোট কথা, তারুণ্যে ভরপুর নাইন বুলেটস আজ সোমবার এক দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কল্যাণ সমিতিকে। সুপার ফোরের রাস্তা প্রশস্ত করার লক্ষ্যে আজকের ম্যাচটি দুই দলের কাছেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। টুর্নামেন্টে কল্যাণ সমিতিকে প্রথমবারের মতো পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তাও নূন্যতম গোলে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবলের ২২ তম ম্যাচে আজ, সোমবার নূনতম গোলে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে। পঞ্চম ম্যাচের মাথায় চতুর্থ জয় নাইন বুলেটস-এর। টুর্নামেন্ট শুরুতে পরপর তিন ম্যাচে যথাক্রমে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে ৪-০ গোলে, ফরওয়ার্ড ক্লাবকে ৩-১ গোলে এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক এর পাশাপাশি সাফল্যের লক্ষ্যে নিজেদের অবস্থান অনেকটা উঁচুতে তুলে নেয়। তবে গত ম্যাচে ব্লাডমাউথের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র তে ম্যাচ নিষ্পত্তি হওয়ায় পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়েছিল। আজ পুনরায় জয়ে ফিরে নাইন বুলেটস সাফল্যের লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে রয়েছে। বলা চলে, খেলার প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ে রাজধন সিংহের গোল দলকে এক-শূন্যতে লিড এনে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ খেলায় দুই দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও কেউ কাজে লাগাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত রাজধানের গোলটি জয়সূচক গোলের স্বীকৃতি পায়। এদিকে প্রথমার্ধের খেলায় ২৪ মিনিটের মাথায় পর পর দুই মিনিটের মধ্যে দুই দলের তিনজনকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারী রক্তিম সাহা হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: সন্ধ্যা ছয়টায়, জুয়েলস এসোসিয়েশন বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম।

কেরিয়ার কি শেষ নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত যশের? ঘরোয়া লিগেও সুযোগ পেলেন না কোহলিদের দলের পেসার

একের পর এক অভিযোগে চাপে যশ দয়াল। তাঁর বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ করেছেন এক তরুণী। পাশাপাশি এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসারের বিরুদ্ধে। দুটো অভিযোগেই মামলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া লিগে খেলার সুযোগ পেলেন না যশ। তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার কি তবে শেষের পথে?চলতি বছর উত্তরপ্রদেশ টি২০ লিগে গোরক্ষপুর লায়ন্সের হয়ে খেলার কথা ছিল যশের। কিন্তু তাঁকে খেলতে নিষেধ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। কারণও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে হেতু মামলা চলছে ও যশকে গ্রেফতার করা হবে না, এমন কোনও নির্দেশ আদালত দেয়নি, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মামলা না মেটা পর্যন্ত যশকে খেলতে দেওয়া হবে না।জুন মাসে গাজিয়াবাদে যশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। তাঁর অভিযোগ, পাঁচ বছর ধরে যশের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তিনি। এই সময়ে তাঁর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছেন যশ। তাঁর কাছ থেকে টাকাও নিয়েছেন। সেই মামলা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। পাল্টা তরুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যশ।তার মাঝেই যশের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিতার অভিযোগ, দু'বছর আগে ক্রিকেট খেলার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যশের আলাপ। সে সময় তিনি নাবালিকা ছিলেন। আইপিএলের ম্যাচ খেলতে জয়পুরে গিয়েছিলেন যশ। সে সময় ক্রিকেট সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়ার অছিলায় তাঁকে একটি হোটেলে ডাকেন যশ। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করেন আরসিবির বোলার। পরে আরও কয়েক বার তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছেন যশ। জয়পুরের সাঙ্গান থানায় অভিযোগ করেন তিনি। প্রথম সহবাসের সময় নির্যাতিতা নাবালিকা থাকায় যশের বিরুদ্ধে পকসো ধারা মামলা রুজু করা হয়েছে।যশ আবেদন করেছিলেন, তাঁকে যাতে গ্রেফতার না করা হয়। গত ৬ অগস্ট মামলার শুনানিতে রাজস্থান হাই কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ২২ অগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি। যেহেতু আদালত তাঁকে কোনও রক্ষাকবচ দেয়নি, তাই উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থাও তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছে না।এই পরিস্থিতিতে যশের কেরিয়ার নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে আইপিএলের ছোট নিলাম হবে। তার আগে যশকে ছেড়ে দিতে পারে বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কারণ, যশকে দলে রাখলে তাদের নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। এই ধরনের অভিযোগ ওঠার পর ভবিষ্যতে ভারতের কোনও স্তরের ক্রিকেটে যশকে নেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

চেন্নাইয়ে আপনাকে খেলতেই হবে স্যর!' ভক্তের অনুরোধে ধোনির জবাব, 'হাঁটুতে ব্যথা', তবে কি আইপিএল খেলবেন না মাহি?

৪৪ বছরের মহেন্দ্র সিংহ ধোনি আর কত বছর আইপিএল খেলতে পারবেন? এই প্রশ্ন গত কয়েক বছর ধরেই চলছে। প্রত্যেক বার জবাবে একই কথা বলেছেন ধোনি। তাঁর আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটার নাম নেই। এ বার তাঁকে সরাসরি চেন্নাইয়েই থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলেন এক ভক্ত। জবাবে মশকরা করলেন ধোনি।চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে ধোনিকে আবার তাঁর অবসর নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, "আমি জানি না খেলব কি খেলব না। এখনও সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনেক সময় আছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাবব। তার পরে সিদ্ধান্ত নেব।"ধোনি এই কথা বলার পরেই দর্শকাসন থেকে এক ভক্ত চিৎকার করে বলেন, "আপমাকে চেন্নাইয়ে খেলতেই হবে স্যর।" তা শুনে ধোনি বলেন, "আরে, আমার হাঁটুতে যে ব্যথা হয় সেই খেয়াল কে রাখবে?" ধোনির কথা শুনে সেখানে হাসির রোল ওঠে।তবে না খেললেও যে তিনি চেন্নাই ছাড়বেন না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ধোনি। কয়েক দিন আগে অন্য একটা অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কি আগামী মরসুমেও আইপিএলে খেলবেন? জবাবে ধোনি বলেছিলেন, "সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এখনও অনেক সময় আছে। কিন্তু আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন আবার হলুদ জার্সি পরব কি না, তা হলে বলব, আমি সব সময় হলুদ জার্সিই পরব। সেটা আমি খেলোয়াড় হিসাবে পরছি কি না, তা অন্য বিষয়।"তার পরেই ধোনি চেন্নাইয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গেই থাকব। পরের ১৫-২০ বছরও চেন্নাইয়েই থাকব।" ধোনির এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত চেন্নাইয়ের সমর্থকেরা উল্লাস শুরু করেন।সমর্থকদের চিৎকার শুনে অবশ্য ধোনি হাসিমুখে জানান, এত বছর ধরে খেলার ক্ষমতা তাঁর নেই। তবে চেন্নাই তিনি ছাড়বেন না। ধোনি বলেছিলেন, "আশা করছি, সকলে ভাবছেন না যে আমি ১৫-২০ বছর খেলব। তবে আমি খেলি বা না খেলি, হলুদ জার্সিতেই সব সময় আমাকে দেখা যাবে। চেন্নাইয়ের সঙ্গে আমার বন্ধন ছিঁড়বে না। যে ভালবাসা এখানে পেয়েছি তা ভারতের কোথাও পাইনি। তার প্রতিদান তো কিছু দিতে হবে।"গত তিন বছর ধরে আইপিএল থেকে ধোনির অবসরের জল্পনা চলছে। ২০২৩ সালে চেন্নাইকে পঞ্চম বারের জন্য আইপিএল জেতানোর পর ধোনি জানিয়েছিলেন, সমর্থকদের কথা ভেবে আরও এক বছর খেলতে চান। গত দুই মরসুমে ধোনির খেলা দেখে বোঝা গিয়েছে, তাঁর সমস্যা হচ্ছে। হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ সময় ব্যাট করতেও সমস্যা হয় তাঁর। তার পরেও ধোনি খেলছেন। গত মরসুমে চোটের কারণে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ছিটকে যাওয়ার পর আবার ধোনিকে অধিনায়ক করে চেন্নাই। ধোনি জানিয়েছেন, আগামী মরসুমে আবার রুতুরাজই অধিনায়ক হিসাবে ফিরবেন। তবে তিনি খেলবেন কি খেলবেন না, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তিনি।

'১০০ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করলেন',

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডে'তে ভরাডুবি হয়েছে পাকিস্তানের। সেখানে বাবর আজম তিন বলে রানের খাতা না খুলেই সাজঘরে ফিরেছেন। যা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ট্রোলের মুখে পাক তারকা।এক নেটিজেন লেখেন, '১০০ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করলেন বাবর।' আরেক ইউজার লিখছেন, 'জিম্বাবোয়ে নেই, নেপাল নেই। তাই বাবর আজম পার্টি করতে পারলেন না।আরও একজন লিখছেন, 'বাবরের যখন ৪ হাজার ওডিআই রান, তখন তাঁর গড় ছিল ৬০-এর কাছাকাছি। এখন তাঁর গড় ৫৪। শচীন কখনওই ওয়ানডেতে ৫০-এর গড়ে ব্যাটিং করেননি। ১৪ হাজার রানের পর বিরাট কোহলির গড় ৫৭-র বেশি। এই নজির ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম বিস্ময়কর নজির। তাই সেরার মুকুটটা সব সময় কোহলির মাথায় থাকবে।"উল্লেখ্য, বাবর আজমের টানা ৭১ ইনিংসে কোনও সেঞ্চুরি নেই। তাঁর শেষ সেঞ্চুরিটি এসেছিল নেপালের বিপক্ষে, ২০২৩ সালের এশিয়া কাপে। সেই বাবরের ব্যাটে এখন হতশ্রী চেহারাই ফুটে উঠছে।ম্যাচের নবম ওভারে জেডেন সিলসের বলের লাইন মিস করে বোল্ড হয়ে যান বাবর। আর তারপর রীতিমতো ট্রোলের শিকার তিনি। উল্লেখ্য, বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করেন পাকিস্তান ৭ উইকেটে করে ১৭১ রান। সেই ম্যাচ ডার্ক ওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে ৫ উইকেটে জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচ হারের পর নেটপাড়ায় বাবরকে নিয়ে মশকরায় মেতে ওঠেন নেটিজেনরা। তিনি ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের ফলাফল আপাতত ১-১।

চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন স্কুলে নতুন বাড়ি তৈরি করতে ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং জ্ঞান অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীরাই আগামীদিনে দেশ ও আমাদের রাজ্যের উন্নতি ও প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের দেশ ও সমাজের কথাও চিন্তা করতে হবে। তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য পড়াশুনা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সামাজিক বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে সামিল হতে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। আজ বিশালগড় নতুন টাউনহলে বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের জন্য কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে সারা দেশে নয়া শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া শিক্ষানীতি রূপায়ণ করা হচ্ছে। গুণগত শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প, সুপার ৩০, আরক্ষা কর্মীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার, ট্যালেন্ট সার্চ কর্মসূচি প্রভৃতি উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখন পর্যন্ত ৪২৬টি স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ৮০০টি স্কুলে স্মার্ট ক্লাস চালু করা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার্স স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভার্স টুয়ার্ডস হায়ার লার্নিং প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ২০০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ৬০ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় এখন পর্যন্ত ১৪০ জন ছাত্রীকে স্কুটি দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতবছর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নতুন ভবন তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন স্কুলে নতুন বাড়ি তৈরি করতে ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুল সংস্কারে ব্যয় করা হবে ১৫১ কোটি টাকা। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে সব অংশের মানুষকে সামিল হতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে বক্তব্য রাখেন টি.আই.ডি.সি-র চেয়ারম্যান এবং বিবেকানন্দ এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি নবাদল বণিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক রাজেশ সুর চৌধুরী। আজ এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থানাধিকারী সুমিত দেবনাথ, অষ্টম স্থানাধিকারী দীপজয় সূত্রধর, নবম স্থানাধিকারী যুগ্মভাবে দৃষ্টি দেবনাথ ও মৃন্ময়ী দেব এবং দশম স্থানাধিকারী অনির্বাণ চক্রবর্তীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুধীশ ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড় পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ধনঞ্জয় গণচৌধুরী, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রীর পদক পাচ্ছেন ১৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মী

আগরতলা, ১১ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গোয়েন্দা দক্ষতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদক পাচ্ছেন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি কৃষেন্দু চক্রবর্তী। এছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটারিতে পুরস্কার পাচ্ছেন মোট ১৪ জন পুলিশ আধিকারিক।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে ওই পদক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রদান করা হবে। গোয়েন্দা দক্ষতার অবদানের জন্য আইপিএস কৃষেন্দু চক্রবর্তী পদক পাচ্ছেন। তাছাড়া, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কান্তা জানগির ও জয়ন্ত কর্মকারকে সম্মানিত করা হবে। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে জেরেমিয়া ডারলং ও মাদকবিরোধী অভিযানে সৌগত চাকমা স্বীকৃতি পাচ্ছেন।

এছাড়াও কমিউনিটি পুলিশিং, প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া সাফল্যে আরও কয়েকজন কর্মকর্তা পুরস্কৃত হচ্ছেন।

স্বাস্থ্যকর্মীর হাত ধরে জীবনযুদ্ধে জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় গুরুতর ক্ষত নিরাময় হল। দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকার৪২ বছরের বাসিন্দা ধন্যরুঙ রিয়াং গত ২৬ জুন ২০২৫ পায়ের গুরুতর ক্ষত নিয়ে কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসেন। এইস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ জেলা শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

রোগীর মধুমেহজনিত জটিলতার ফলে একাইলিস টেন্ডনে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিলএবং তিনি হাঁটার ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিলেন। হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জয় ত্রিপুরা রোগীর সার্জিক্যাল ডেরাইডমেন্ট করে ক্ষত পরিষ্কার করেন। তবে ক্ষত দ্রুত শুকনোর জন্য প্লাস্টিক সার্জারি ও টেন্ডন ট্রান্সফারের প্রয়োজন হতে পারে বলে জানানো হয়। কিন্তু আর্থিক দুর্বলতার কারণে রোগীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় ডাঃ সঞ্জয় ত্রিপুরার তত্ত্বাবধানে ওটি টেকনিশিয়ান বিশ্বজিৎ দত্ত রোগীর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষত পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ধৈর্য্যসহকারে প্রায় দুই মাস ধরে ড্রেসিং চালিয়ে যান। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ক্ষতস্থান ভরে ওঠে এবং রোগী আবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে সক্ষম হন। ডাঃ সঞ্জয় ত্রিপুরা জানান, বিশ্বজিৎ দত্তের নিখুঁত দক্ষতা ও ধৈর্য্যসহকারে যত্নের ফলেই রোগীর পুরো টেন্ডন পচেযাওয়া পা সুস্থ হয়ে উঠলো। এর আগেও তিনি বহু রোগীর পরিচর্যায় অসামান্য সাফল্যের নজির স্থাপন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: ভারতে নিযুক্ত কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত এইচ ই সিওং-হো-লি এর নেতৃত্বে ৩ জনের এক প্রতিনিধি দল আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারকালে দক্ষিণ কোরিয়া এবং রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। ত্রিপুরার সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন হলে এই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্প, ক্রীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়নের চিত্র কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের সামনে তুলে ধরেন।

ভাল্লুকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত যুবক

তেলিয়ামুড়া, ১১ আগস্ট : জুম চাষের জমিতে কলার থুর কাটতে গিয়ে ভাল্লুকের আক্রমণে গুরুতর অসুস্থ এক যুবক। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন আঠারমুড়া এডিসি ভিলেজের বিলাই কাং এর কলোই বস্তি এলাকায়।

জানা গেছে, আজ সকাল এগারোটা নাগাদ ওই এলাকায় যুবক অলিন্দ্র কলই নিজের জুম চাষের জমিতে কলা গাছ থেকে কলার থুর সংগ্রহ করতে গেলে আচমকাই একটি ভাল্লুক তাকে আক্রমণ করে। তাতে সারা শরীরে ভাল্লুকের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয় যুবক। ঘটনা আঁচ করতে পেরে তার সাথীরা দৌড়ে এসে তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে এবং ভাল্লুকটিকে তাড়িয়ে দেয়। যদিও ঘটনা আজ সকাল এগারোটা নাগাদ ঘটেছে। কিন্তু ওই এলাকাটি এমনই দুর্গম এলাকা যেখানে রাস্তার বেহাল দশায় যান চলাচলের সুব্যবস্থা না থাকার কারণে ওই যুবকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে অনেকক্ষণ দেরি হয়ে যায়। আজ রাত প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ কোনভাবে তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানেই চলছে তার চিকিৎসা। যুবকটির বাবা জানিয়েছেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উপায় নেই। কোনভাবে উদ্ধার করে চার পাঁচ ঘন্টা লাগিয়ে জাতীয় সড়কের কাছে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকেই গাড়ি করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছে। সেখানেই চলছে বর্তমানে অলিন্দ্র কলই-র চিকিৎসা।

কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী জুয়েল ওরাম-এর সঙ্গে বৈঠক করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী জুয়েল ওরাম-এর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

বৈঠকের মূল আলোচ্য ছিল রাজ্যে 'ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠা, যা আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াবে এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিকাশ দেববর্মা উদ্যোগী হয়ে কেন্দ্রের কাছে এই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং জানান"ত্রিপুরার প্রায় ৩১ূ জনগণ আদিবাসী। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ এখনও কাঙ্ক্ষিত নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় হলে পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা উন্নত শিক্ষার সুযোগ পাবে, যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওরাম, যিনি বর্তমানে ভারতের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, প্রকল্পটি ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং বলেন "আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ও উন্নয়ন আমাদের অগ্রাধিকার।

ত্রিপুরায় 'ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি' গঠনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়া হবে।"

শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হলে শুধু আদিবাসী সমাজ নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।

এসএমএস প্রতারণা রোধে গ্রাহকদেরকে সচেতন এবং সতর্ক করল বিদ্যুৎ নিগম

আগরতলা, ১১ আগস্ট: ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল) গ্রাহকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও আপডেট এসএমএসের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কিছু অসাধু ব্যক্তি ভুয়া বার্তার মাধ্যমে গ্রাহকদের প্রতারণার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংস্থা গ্রাহকদের সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং জানিয়েছে কীভাবে একটি আসল বার্তা চেনা যায়।

প্রতিটি এসএমএসের শুরুতে যে নাম বা কোড দেখা যায়, সেটিকেই এসএমএস হেডার বা প্রেরক আইডি বলা হয়। টিএসইসিএল-এর নিবন্ধিত প্রেরক আইডি হলো টিএসইসিএল। গত ৬ মে ২০২৫ থেকে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ট্রাই)-এর নতুন নিয়ম অনুসারে এই হেডারের শেষে একটি অক্ষর যোগ করা হয়েছে, যা বার্তার ধরন নির্দেশ করে যেমন, এস মানে সার্ভিস সংক্রান্ত বার্তা, টি মানে ট্রানজ্যাকশনাল বার্তা, পি মানে প্রোমোশনাল এবং জি মানে সরকারি বার্তা। উদাহরণস্বরূপ, আইএম -টিএসইসিএল- এস লেখা থাকলে বোঝা যাবে এটি টিএসইসিএল-এর সার্ভিস-সংক্রান্ত একটি বার্তা, যেখানে আই এম অপারেটর ও টেলিকম সার্কেলের কোড, আর টিএসইসিএল সংস্থার যাচাইকৃত প্রেরক আইডি।

টিএসইসিএল জানিয়েছে, আসল বার্তায় সবসময় সঠিক গ্রাহক তথ্য থাকবে, যেমন বিলের পরিমাণ, মিটার নম্বর ইত্যাদি, এবং ভাষা হবে পেশাদার ও নির্ভুল। সংস্থা কখনোই এসএমএসের মাধ্যমে গ্রাহকের ওটিপি, পাসওয়ার্ড বা ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য চাইবে না এবং শুধুমাত্র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা অ্যাপের লিংক দেবে। অপরদিকে, অচেনা প্রেরক আইডি, অজানা মোবাইল নম্বর, হুমকিমূলক ভাষা, শর্টেনড বা অচেনা লিংক, ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়া বা লটারি-রিফান্ডের প্রলোভন ইত্যাদি ভুয়া বার্তার স্পষ্ট লক্ষণ।

বিদ্যুৎ নিগমের তরফে আপামর ভোক্তাদেরকে অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছে, কোনো সন্দেহজনক বার্তা পেলে অবিলম্বে টিএসইসিএল-এর অফিসিয়াল হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে, অচেনা লিংকে ক্লিক না করতে এবং প্রতারণামূলক বার্তা টেলিকম অপারেটর বা সাইবার সেলে রিপোর্ট করতে। সংস্থার মতে, গ্রাহকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি যৌথ দায়িত্ব, আর যাচাইকৃত প্রেরক আইডি টিএসইসিএল চিহ্নিত করার অভ্যাস গড়ে তুললেই অধিকাংশ প্রতারণা এড়ানো সম্ভব। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকারও আবেদন জানিয়েছে বিদ্যুৎ নিগম।

ওবিসি জনগণের কল্যাণে আরও কি কি কর্মসূচি নেওয়া যায় তার চিন্তাভাবনা চলছে: মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: রাজ্য সরকার অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী সম্প্রদায়ের জনগণের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো-সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস ও সবকা বিশ্বাস। এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিদের ওবিসি জনগণের কাছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি পৌঁছে দিতে হবে। অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং হলে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের রাজ্যভিত্তিক জনসচেতনতা ও পর্য্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে এই আহ্বান জানান। রাজ্যভিত্তিক এই পর্য্যালোচনা সভায় বিভিন্ন ব্লকের ওবিসি সাব কমিটির চেয়ারম্যানগণ, ওবিসি কর্পোরেশনের বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ, আধিকারিকগণ ও সুপারভাইজারগণ অংশ নেন। জনসচেতনতা ও পর্য্যালোচনা সভার উদ্বোধন করে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, ওবিসি কল্যাণে এই দপ্তর যাতে তৃণমূলস্তরে কাজ করতে পারে তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ওবিসি জনগণের কল্যাণে আরও কি কি কর্মসূচি নেওয়া যায় তার চিন্তাভাবনা চলছে। তিনি বলেন, ওবিসি সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে ওবিসি সাব কমিটির চেয়ারম্যানদের স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন ও নগর সংস্থার সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। রাজ্যের যে সকল জায়গায় ওবিসি হোস্টেলের প্রয়োজন রয়েছে তা খতিয়ে দেখে দিল্লিতে প্রস্তাব পাঠানো হবে। তিনি ঋণ গ্রহীতাদের সময়মতো ঋণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মৃণাল কান্তি নাথ দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ওবিসি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের আরও সততা ও নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়ণ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের পাশে রয়েছে। তিনি বলেন, ওবিসি জনগণ ও তাদের সন্তানদের জন্য যেসকল প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা বাস্তবায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি কর্পোরেশনের ঋণ প্রদান ও ঋণ পুন:রুদ্ধারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায় বলেন, আমাদের রাজ্যে ৪৪টি ওবিসি সম্প্রদায়ের জনগণ রয়েছেন। রাজ্য সরকার ওবিসি সম্প্রদায়ের জনগণের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণ করছে।

আলোচনার সূচনা করে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী বলেন, ওবিসি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা হোস্টেলে থেকে যাতে লেখাপড়া করতে পারে সে লক্ষ্যে উত্তর জেলায় ২টি এবং ধলাই জেলায় ২টি হোস্টেল নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে হাঁপানীয়াতে ২০০ আসন বিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। মোট ব্যয় হবে ৭.৭৮ কোটি টাকা। তিনি বলেন, প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১লক্ষ ১৫ হাজার ১৭১ জন ওবিসি ছাত্রছাত্রীকে ১৩৭৬.১৩৫ লক্ষ টাকা স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৮৭,২৯১ জন ছাত্রছাত্রীকে ১৩, ১৩২.১৫ লক্ষ টাকা পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে।

দশটি গোসাপ সহ গ্রেপ্তার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১আগস্ট: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জীব বৈচিত্র্য বজায় রাখতে জীবকুল এবং উদ্ভিদ কুল উভয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু এক শ্রেনীর অসাধু লোক উভয়কে ধ্বংস করার প্রয়াস জারি রেখেছে। তৃষ্ণা অভয়ারণ্য রাজ্য এবং দেশের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অভয়ারণ্য। বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগরের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে এই অভয়ারণ্যটি। এই অভয়ারণ্যটিতে যেমন বিভিন্ন প্রজাতির বড় বড় গাছ এবং ঔষুধী গাছ রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লুপ্তপ্রায় অনেক ধরনের প্রাণী।যা এই অভয়ারণ্যটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিদিনের মতো আজ সকালে বনদপ্তর, পুলিশ এবং বিএসএফ যৌথভাবে এই অভয়ারণ্য এলাকার সোনামুড়া বিলোনিয়া সড়কের কাঁশারী কর্নারে যানবাহন চেকিং করার সময় সন্দেহজনক ভাবে রাজনগরের দিক থেকে আসা এক স্কুটি চালককে দাঁড় করিয়ে চেকিং করার সময় স্কুটিতে থাকা কয়েকটি বস্তাতে দশটি মনিটর লেজার্ড অর্থাৎ যাকে ভালো বাংলায় গোসাপ এবং স্থানীয় ভাষায় গুইল বলা হয়ে থাকে সেগুলি পাওয়া যায়। যেগুলিকে ধরা খাওয়া এবং বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়। তখন বনদপ্তর সাথে সাথে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

জিজ্ঞাসাবাদে ওই স্কুটি চালক এই গোসাপগুলি ধরে নিয়ে যাওয়ার কোন যথাযথ কারণ দেখাতে না পারায় বনদপ্তর তাকে বন্যপ্রাণী আইনে গ্রেপ্তার করে। তার নাম আথৈ মগ (২৮), বাড়ি পি আর বাড়ি থানাধীন রাজনগরের বাতিসা কলোনি এলাকায়।পরবর্তী সময়ে তাকে আজ গোসাপ গুলি সমেত বিলোনিয়া আদালতে প্রেরণ করে। এই বিষয়ে তৃষ্ণা সহকারি বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষক সুকান্ত সরকার এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন গ্রেফতার হওয়া আথৈ মগ জিজ্ঞাসাবাদে জানায় সে বাতিসা এলাকা থেকে এই গোসাপ গুলিকে ধরেছে এবং বীরচন্দ্রমনু এলাকায় বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সুকান্ত বাবু আরো জানান জিজ্ঞাসাবাদে আথৈ মগ বন্যপ্রাণী নিধন কাণ্ডে আরো বেশ কয়েকজনের নাম বলেছে যা তদন্তের স্বার্থে এখন বলা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান।

আকাশবাণীর ৯০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: আকাশবাণীর ৯০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের উদ্যোগে আজ এক সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় সুকান্ত একাডেমিতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র, আকাশবাণী গুয়াহাটির এডিজি আশিস ভাটনাগর সহ আকাশবাণী ও দুরদর্শনের আধিকারিকরা। শ্রী ভাটনাগর বলেন আকাশবাণীর এই ৯০ বছরের যাত্রা শ্রোতাদের ভালোবাসা, শিল্পীদের নিষ্ঠা এবং কর্মীদের পরিশ্রমে সমৃদ্ধ হয়েছে। আজকের এই আয়োজন সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক প্রচেষ্টা। আকাশবাণীর ঐতিহ্য তুলে ধরে শ্রোতাদের কাছে আরো বেশি করে আকাশবাণীর প্রতিটি অনুষ্ঠান জনপ্রিয় করে তোলার আহ্বান জানান শ্রী ভাটনাগর। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র আকাশবাণীর ঐতিহ্য, বিশেষ করে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের তথ্য নিষ্ঠ সংবাদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের কেন্দ্র প্রধান বি চারাকপল্লি। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের কার্য্যক্রম প্রধান জয়শ্রী দেববর্মা। এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনায় অংশ নিয়েছেন সুশোভন ভট্টাচার্য্য এবং পারমিতা রিয়াং। এর আগে আজ দুপুরে আকাশবাণী গুয়াহাটির এডিজি আশিস ভাটনাগর আকাশবাণী আগরতলা ও দুরদর্শন ত্রিপুরার সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

আগরতলা পুর নিগম ৩৯নং পুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলছে শহর দক্ষিনাঞ্চল ভিত্তিক ৪র্থ শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: আগরতলা পুর নিগম ৩৯নং পুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে বিগত তিন বছরের মত এবছরও শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হতে চলছে শহর দক্ষিনাঞ্চল ভিত্তিক ৪র্থ শারদ সম্মান। আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে চতুর্থ বছরের মত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শহর দক্ষিণাঞ্চল শারদ সম্মান।

সোমবার ৩৯ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে এই ঘোষনা দেন ৩৯ নং ওয়ার্ড পারিষদ অলক রায়। মেয়র এর হাত ধরে আবরণ উন্মোচিত হয় সেরার সেরা পুরস্কারের। এবছর শারদ সম্মান প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে শ্রেষ্ঠ মন্ডপসজ্জা, শ্রেষ্ঠ প্রতিমা, স্বল্প বাজেটে শ্রেষ্ঠ পুজোর আয়োজন, শ্রেষ্ঠ পরিবেশ সচেতনতামূলক প্রচার, সুশৃঙ্খলপুজোর আয়োজন, বর্ষব্যাপী সামাজিক কাজের অঙ্গীকার এবং শ্রেষ্ঠ স্মরণিকা। এই সাতটি বিষয়ের প্রতিটিতে তিনটি করে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

তাছাড়াও একটি বিশেষ পুরস্কার হিসেবে রয়েছে"উন্নত ভারতের ভিত্তি, মনীষীদের দীপ্তি "সাথে অবশ্যই থাকছে সেবার সেরা পুরস্কার।৩৯ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে শহর দক্ষিনাঞ্চলের সমস্ত রেজিস্টার ভুক্ত ক্লাব, সংস্থা এবং পুজো কমিটি গুলোকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করবার জন্য বিশেষ ভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। বিগত তিন বছরের মত এবছরও এই শারদ সম্মানকে ঘিরে ব্যাপক সাড়া প্রত্যাশা করছে ৩৯নং ওয়ার্ড।

আগামী ১১ই আগষ্ট থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৯নং ওয়ার্ড অফিসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা করা যাবে।প্রতিটি পূজো আয়োজক সংস্থা নিজ নিজ ওয়ার্ড অফিস থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র দীপক মজুমদার ৩৯ নং ওয়ার্ড কর্পোরেটে অলক রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক কর্পোরেটর বাপি দাস সহ অন্যান্যরা।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সফল করতে পশ্চিম জেলায় প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১১ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা সহ বিভিন্ন কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। গত ৮ ই আগস্ট দক্ষিণ জেলা কার্য্যালয় অটল ভবনে জেলাভিত্তিক প্রস্তুতি বৈঠক সম্পন্ন হয়। ইতিমধ্যে জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন মন্ডলের প্রস্তুতি বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

কর্মসূচি গুলোর মধ্যে রয়েছে, ১৩ই আগস্ট প্রত্যেক বাড়িতে পতাকা উত্তোলন অর্থাৎ হর ঘর তিরঙ্গা কার্য্যক্রম। মহিলা মোর্চা দ্বারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সম্মাননা জ্ঞাপন, মহাপুরুষদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও স্বচ্ছতো অভিযান, ১৪ই আগস্ট জেলাভিত্তিক বিলোনিয়া পুরাতন টাউনহলে বিভাজন বিভীষিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভা এবং ১৫ ই আগস্ট ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন।

হর ঘর তিরঙ্গা কার্য্যক্রমকে সফল করার লক্ষ্যে মন্ডলের পক্ষ থেকে বুথ এলাকার জনগণের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিলি করা হচ্ছে এবং প্রতিটা বাড়িতে যাতে তিরঙ্গা উত্তোলন করা হয় তার জন্য ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার সংঘটিত হচ্ছে। এই কার্য্যক্রমকে কেন্দ্র করে রাজনগর মন্ডলে প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি জয়দেব সরকার, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার,ঋষ্যমুখ মন্ডলে প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি নকুল পাল, বিলোনিয়া মন্ডল প্রস্তুতি বৈঠকে মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ , প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার। প্রস্তুতি বৈঠকগুলোতে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল কমিটির সদস্য ও সদস্য, শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ, বুথ সভাপতি, প্রধান উপপ্রধান, প্রদেশ ও জেলাস্তরের নেতৃত্বগন।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় কচিকাঁচা ছাত্র ছাত্রীরা

আগরতলা, ১১ আগস্ট : শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ঋষ্যমুখ ব্লকের জয়পুর হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। আটকে পড়েন যান চালক ও যাত্রীরা। তাতে, যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও বিদ্যালয় পরিদর্শক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas